


শাইখ সাঈদ ইবনু আলি আল-কাহতানি

ইখলাস

ইবাদত নির্মল রাখুন



অনুবাদ

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

ইখলাস

ইবাদত নির্মল রাখুন

মূল

শাইখ সায়িদ ইবনু আলি আল-কাহতানি

অনুবাদ

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

সম্পাদনা

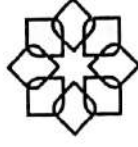
জাবির মুহাম্মদ হাবীব

তাজকিয়া পাবলিকেশন

অর্পণ—

আমার আশ্রা,
ভালোবাসার বিশাল বাহু দিয়ে যিনি জড়িয়ে রেখেছেন
জীবনের প্রতিটি ক্ষণে ।
আমার আকা,
চোখভরা স্বপ্ন, বুকভরা আশা নিয়ে যিনি চেয়ে আছেন
পথের দিকে ।

—তাসনিম



প্রকাশকৃত কথা

মস্তবের সেই সাতসকালের প্রথম চিৎকার আশা করি ভুলে যাই নি আমরা :
'আখলিস দ্বী-না-কা ইয়াক ফি কাল আমালুল কলিল; তোমার ঈমানকে খাঁটি
করো, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হইবে।'

আমাদের সকল কাজের মূল হলো নিয়ত, আমাদের সকল ইবাদাতের প্রাণ
হলো একনিষ্ঠতা, আমাদের সকল আয়োজনের মূল শক্তিই হলো ইখলাস।
ইখলাস যদি আমরা ঠিক করে নিতে না পারি, আমাদের বরবাদি অবশ্যাস্তাবী।
আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

ক্ষুদ্র এই জীবনে আমরা কতটুকু ইবাদত করতে পারি? আমাদের আমলের
পরিধি কতটুকু? আমরা কি সাহায্যে কেরাম, তবেয়ি, সালাফে সালাহীনদের
মতো প্রচুর আমল করি? করতে পারি?

টুকরো টুকরো, একটু-আধটু আমলই তো আমাদের সম্বল। আখেরাতে মুক্তির
সম্ভাব্য পাথেয়। নাজাতের উসিলা; কিন্তু মুক্তির সামান্য এই সম্বলকে রিয়ার
মাধ্যমে যখন বিনষ্ট করে দেব, তখন আমাদের কোনো উপায় থাকবে কি?
কীসের ওপর ভর করে আমরা আল্লাহর কাছে মুক্তিলাভের আশা করব?

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী যে জিনিশটা মানুষের জন্য দাজ্জালের ফেতনার চেয়েও
বেশি ভয়ঙ্কর, ক্ষুধার্ত নেকড়ে়র সামনে অসহায় ছাগলের বিপদের চেয়ে
বিপজ্জনক—তা হলো রিয়া; লৌকিকতা। নিজের অজান্তে আর কতদিন
তাকে এভাবে পুষতে থাকব?

সময় একেবারেই নেই, হায়াতের দিনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে—দ্রুত, খুব দ্রুত!

এই ভয়ানক রিয়া আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে; ইখলাসের স্বচ্ছ পানিতে রিয়ার পঙ্কিলতা ধুয়ে নিজেকে নির্মল করতে হবে। তবেই আমরা মুক্ত হবো, তবেই আমরা মুখলিস হবো, আমাদের ইবাদত তখন সুশোভিত হবে; মসৃণ হবে জন্মাতের পথ।

কিন্তু কীভাবে করবেন এসব? রিয়ার পঙ্কিলতা থেকে কীভাবে নির্মল হবেন? ইখলাস কীভাবে হাসিল করবেন? ইখলাসের পথ ও পন্থা কী? আরববিশ্বের অন্যতম আলিম শাইখ সায়িদ ইবনু আলি আল-কাহতানি আপনার এসব প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। তার রচিত এই ছোট্ট বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ ব্যাপারে তিনি সংক্ষেপে সুন্দর গোছালো আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

স্বল্প সময়ে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে অসামান্য পরিশ্রম করতে হয়েছে তাজকিয়া পাবলিকেশনের। তবুও পাঠকের ভালোবাসা, দুআ বিপুল আগ্রহ তাদের সাহস যোগাচ্ছে সামনে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য ও সরল পথে চলার তাওফিক দান করেন, আমিন।

—বিনীত নিবেদক

প্রকাশক, তাজকিয়া পাবলিকেশন

ভেতরে যা আছে..

অনুবাদকের কলম থেকে

লেখকের ভূমিকা

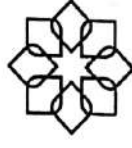
প্রথম অধ্যায়

ইখলাসের নুর	ইখলাস কী?
ইখলাসের পরিচয়	ইখলাসের মর্ম
ইখলাস কেন গুরুত্বপূর্ণ	সম্ভবহীনতা
তিনটি বিষয়ে সতর্কতা	আমলের প্রাণ ইখলাস
মুমিনের সফলতা যেখানে	নিয়তই যখন সবকিছুর মূল
অল্প পুঁজি, লাভ বেশি	নিয়ত যখন ভালো হবে
দুনিয়ার কাজেও সাওয়াব	আপনি যা পেতে পারেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুনিয়াকেন্দ্রিক আমলের ভ্রষ্টাচার	লাভ কম, বিনিয়োগ বেশি
রিয়া ও দুনিয়াকেন্দ্রিক আমল	মৌলিক পার্থক্য যেমন
দুনিয়ার বিনিময়ে দীন বিক্রীর শাস্তি	বিশুদ্ধ আমলের পুরস্কার

দুনিয়াবি আমলের প্রকারভেদ রিয়ার সূক্ষ্ম বিভিন্নরূপ	রিয়া এবং তার ভয়াৰ্ত চেহারা রিয়ার ভিন্ন আরও কিছু প্রকার
রিয়ার বিভিন্ন প্রকার ও তার দুৰ্মর প্রভাব	রিয়া কেন আসে
রিয়ার তিনটি মূল কারণ	যেভাবে ইখলাস হাসিল করবেন
রিয়া এসে গেলে আপনি কী করবেন	ইখলাস হাসিল করতে হলে...
নিন্দিত হলে আপনি কী করবেন	ইখলাস অর্জনের সহজ উপায়
ইখলাসের মিষ্ট ফল	শেষ কথা
লেখক-পরিচিতি	প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বই



অনুবাদের কলম থেকো...

ইখলাস বান্দার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। কুরআনে কারিমের বর্ণিত হয়েছে—

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له
الدين. ألا لله الدين الخالص.

আমি তোমার নিকট এ কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি।
সুতরাং আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে
হয়ে। জেনে রাখো, নির্ভেজাল আনুগত্য কেবল আল্লাহরই
প্রাপ্য।^১

ইখলাসপূর্ণ অল্প আমলের প্রাপ্তিও ঢের। ইখলাস সক্রিয় আছে এমন সামান্য
আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন—

أخلص دينك يكفك العمل القليل.

তুমি তোমার দীন খাঁটি করো। অল্প আমলই তোমার
নাজাতের জন্য যথেষ্ট।^২

^১ সূরা যুমার, আয়াত : ২-৩

^২ অর্থাৎ দ্বীনের যাবতীয় আমল ইখলাসের সাথে সম্পাদন করো। অনেক বেশির দরকার নেই; অল্প
আমলটুকুই ইখলাসপূর্ণ হলে তা তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৩৪১.
হাকেম

পরকালে মুক্তির জন্য ইখলাস তাই অতুলনীয়। অপরদিকে ইখলাসশূন্য আমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতোই মূল্যহীন। পরকালে যা নির্জীব। অচল। নিস্তরঙ্গ। আখেরাতে যার কোনো আবেদন নেই। ইখলাসহীন শত আমলও সেখানে কোনো উপকার বয়ে আনবে না।

ইখলাসের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে রিয়া। ইখলাস-রিয়া দুই মেরুতে দুটির অবস্থান। কেউ ইখলাসের দাবি করলে রিয়ার বিষবাষ্প তার ভেতরে থাকতে পারে না। যার ভেতরে রিয়ার পঙ্কিলতা রয়েছে তার ইখলাসের দাবি অমূলক। অন্যথায় আগুন-পানির সহাবস্থান, বাঘ-ছাগলের চমৎকার মিলেমিশে বাস আবশ্যিক হয়ে পড়বে।

রিয়ার চেহারা মারাত্মক ভয়ঙ্কর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয়ানক বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

আমি কি তোমাদের এমন একটা বিষয়ের সংবাদ দেবো;
যা আমার কাছে তোমাদের জন্য দাজ্জালের ফেতনার
চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়? তা হলো—গোপন
শিরক। ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং তা খুব
সুন্দরভাবেই আদায় করছে; কিন্তু তা মানুষের দৃষ্টি কাড়ার
জন্য।^৩

বাঘ যেমন ছাগলকে ধ্বংস করে, রিয়া এর চেয়েও বেশি ধ্বংস করে
ব্যক্তিকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

সম্পদের লোভ এবং দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়ার মর্যাদালাভের
অভিলাষ (যেটা রিয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়) ছাগলের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও বেশি অনিষ্ট সাধনকারী।^৪

রিয়্যা আখেরাতের সব প্রাপ্তি বিনষ্ট করে দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

এই উম্মতের সুসংবাদের ব্যাপার হলো—আল্লাহ তাআলা দ্বীন (ইসলাম), মর্যাদা ও দুনিয়াতে এই উম্মতকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাদের সমুন্নত করেছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য (মানুষের প্রশংসা লাভ বা দুনিয়ার অন্য কোনো স্বার্থে) আখেরাতের আমল করবে, আখেরাতে তার কোনো ‘হিস্যা’ (অংশ) থাকবে না।^৫

তাই রিয়্যা থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। লোক দেখানোর পঙ্কিলতা থেকে নির্মল হতে হবে আমাদের ইবাদত। ইখলাস অর্জন করতে হবে। ইখলাসের মাধ্যমে নিজের আমল সুশোভিত করতে হবে।

এই বইটি বিশ্ববরণ্যে আলেমে দ্বীন ড. সায়িদ ইবনু আলি আল-কাহতানি রচিত نور الإخلاص و ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة في ضوء الكتاب و السنه-এর অনুবাদ। আরববিশ্বের নন্দিত এই আলেম তিনি তার এ বইয়ে ‘ইখলাস কী, ইসলামে ইখলাসের গুরুত্ব কেমন, ইসলামে ভালো ও সৎ নিয়তের মর্যাদা কতটুকু, দুনিয়া ও আখেরাতে ইখলাসের ফলাফল কী, ইখলাস কীভাবে হাসিল করতে হবে—এসব বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তার এ বইয়ে রিয়্যা, রিয়ার সূক্ষ্ম বিভিন্ন ধরন ও প্রকার এবং তার ভয়ানক ক্ষতির কথা উঠে এসেছে। এছাড়াও রিয়্যা কেন আসে, এর

^৪ জামি তিরমিযি : ২৩৭৬; মুসনাদে আহমদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬

^৫ মুসনাদে আহমদ : খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৮

প্রতিষেধক কী, কীভাবে এর প্রতিরোধ করতে হবে—এসব আলোচনা খুব পাণ্ডিত্যের সাথেই এখানে তিনি তুলে ধরেছেন।

অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ-সাবলীল ও সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। লেখকের মূল কথা চমৎকারভাবে উপস্থাপনেরও সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল। অনুবাদের সৌন্দর্যে, লেখকের দেওয়া শিরোনামের সাথে কিছু উপশিরোনামও যোগ করা হয়েছে; যা পাঠককে আলোচিত বিষয় সহজে এবং সুবিন্যস্তভাবে মনে রাখতে সাহায্য করে।

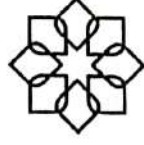
বইটি প্রকাশ করছে তাজকিয়া পাবলিকেশন। তাজকিয়ার কাজগুলো ভালো। সুন্দর। দৃষ্টিনন্দন। মন ছুঁয়ে যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তাজকিয়া খুব অল্পদিনেই বইপোকাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে। উন্নতির যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

একজন ভাই আছেন, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করে তার কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে পারব না। তার অনুপ্রেরণাই খুব অল্প সময়ে কাজটি করে ফেলার শক্তি যুগিয়েছে। ‘জাজাকুমুল্লাহ’ বলে তিনি-সহ বইয়ের প্রকাশক তাজকিয়া পাবলিকেশন-সংশ্লিষ্ট সবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নিজের জ্ঞানদৈন্য, জানাশোনার কমতিসহ নানা কারণে কোনো বিষয়ে কোনো অসংগতি থেকে যেতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক। বিদগ্ধ পাঠকের চোখে এরকম কিছু পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। আশা করছি, কোনো সমস্যা দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন; কৃতজ্ঞতাপাশে থাকবেন। জাজাকুমুল্লাহ আহসানাল জাজা।

—উবায়দুল্লাহ তাসনিম

১৯.০৯.২০২০ ঈসায়ি



লেখকের ভূমিকা

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
له و من يضل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و علي آله و أصحابه و من
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليماً كثيراً أما بعد...

আমি এ বইটিতে ইখলাসের পরিচয়, ইখলাসের গুরুত্ব, ইখলাসের সাথে
আমলের মর্যাদার আলোচনা করেছি। সৎকাজের মাধ্যমে দুনিয়ার হীন স্বার্থ
কামনা ও তার ক্ষতি, দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমলের বিভিন্ন প্রকার, রিয়া,
রিয়ার নানান আকার-প্রকৃতি ও প্রকার এবং আমলের ক্ষেত্রে তার
প্রাদুর্ভাবের আলোচনাও উঠে এসেছে। আমরা এ বইয়ে খুঁজে দেখার চেষ্টা
করেছি, রিয়া কেন আসে? এর প্রতিরোধ আমরা কীভাবে করব?
পাশাপাশি

আমরা ধ্বংসাত্মক ব্যাধি রিয়া থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি—এর কিছু
পরামর্শও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইখলাসের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাহায্য লাভ করে, পরকালের কঠিন
শাস্তি থেকে সে মুক্তি পায়। ইখলাসের মাধ্যমে দুনিয়া আখেরাত উভয়

জগতে বান্দার মর্যাদা লাভ হয়। যার ভেতরে ইখলাস রয়েছে সে আল্লাহর পবিত্র ভালোবাসা নিতে পারে, ফেরেশতারাও তাকে ভালোবাসে।

ইখলাস মূলত পবিত্র এক নুর; আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকেই সেই নুর দান করেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা, সেই নুর আবার ছিনিয়েও নেন। কুরআনে কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই।^৬

সংকাজের মাধ্যমে দুনিয়ালাভের বাসনা এ এক ঘোর অন্ধকার; যেটা ভারি বিপদজনক। দুনিয়ার উদ্দেশ্য আমল তা তাওহিদের প্রতিবন্ধক এবং যা আমলকে একদম ফতুর করে ছাড়ে। কুরআনে কারিমের ঘোষণা—

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না।

তাদের জন্য আখেরাতে দোজখ ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।^৭

এই ছোট্ট বইটি আমি দুটি অধ্যায়ে সাজিয়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ে নিম্নের শিরোনামগুলো সামনে রেখে কাজ করার চেষ্টা করেছি :

^৬ সূরা নূর, আয়াত : ৪০

^৭ সূরা হুদ, আয়াত : ১৫-১৬

প্রথম অধ্যায় : ইখলাসের নুর

- ✓ ইখলাস কী?
- ✓ ইখলাসের গুরুত্ব
- ✓ ভালো নিয়তের মর্যাদা ও ফল
- ✓ ইখলাসের ফলাফল

দ্বিতীয় অধ্যায় : দুনিয়াকেন্দ্রিক আমলের মন্দত্ব

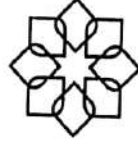
- ✓ দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে আমলের ক্ষয় ও ক্ষতি
- ✓ দুনিয়ার জন্য সংকাজের বিভিন্ন প্রকার
- ✓ রিয়ার সূক্ষ্ম বিভিন্ন ধরন ও প্রকার এবং তার ভয়ানক ক্ষতি
- ✓ আমলের ক্ষেত্রে রিয়ার প্রাদুর্ভাব
- ✓ রিয়ার কারণ ও প্রতিকার
- ✓ ইখলাসের পথ ও পন্থা

আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, আল্লাহ যেন আমার এই অল্প কাজটুকুকে বরকত ও ইখলাসপূর্ণ বানিয়ে দেন। তা যেন লেখক, (অনুবাদক), পাঠক, প্রকাশক সবার জ্ঞানতে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়। ছোট্ট এই খেদমতটি যেন আমার জীবন-মরণ সবখানেই উপকার এনে দেয়। যাদের হাতেই আমার এই বই পৌঁছবে, সবার জন্য যেন বিপুল ফায়দা বয়ে আনে বইটি। হাসবুনালাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, ওয়ালা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

পরিশেষে আবারও দুরুদ প্রেরণ করছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহায়ে কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের আদর্শের সকল অনুসারীদের ওপর।

— সায়িদ ইবনু আলি

মঙ্গলবার; ১৬.১০.১৪১৯ হিজরি



প্রথম অধ্যায়

ইখলাসের নুর

ইখলাস কী?

আরবি অভিধানে ইখলাস শব্দ দ্বারা কোনো কিছুকে পঙ্কিলতা থেকে নির্মল করা বা মুক্ত করা ইত্যাদি বোঝানো হয়। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাস বলতে ইবাদতকে রিয়া (লৌকিকতা) থেকে মুক্ত থাকা বোঝানো হয়।^৮

ইখলাসের পরিচয়

এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নামই ‘ইখলাস’। ইখলাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম দিয়েছেন। তবে সবগুলোই প্রায় কাছাকাছি অর্থে; যেমন—

- ❖ ১. কেবল আল্লাহর জন্যই যাবতীয় নেককাজ করা।
- ❖ ২. আমলের ক্ষেত্রে বান্দার ভেতর-বাইর—সবই এক হওয়া।
সুতরাং বান্দার বাইর যখন ভেতর থেকে প্রবল হবে, তখন সেটা

^৮ আল-মু'জামুল ওয়াসিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৯

হবে রিয়া; কিন্তু ভেতর যখন বাইর থেকে শক্তিশালী হবে, তখন তাকে ইখলাস বলে গণ্য করা হবে।

♣ ৩. বান্দার সব আমল রিয়ার (লোক দেখানো) কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া।^৯

♣ ৪. কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ ইখলাসের সংজ্ঞা করেছেন এভাবে—

মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা শিরক।
মানুষের কারণে আমল না করা রিয়া। আর, এ দুটি
থেকে মুক্ত থাকার নামই হচ্ছে ইখলাস।^{১০}

আপনি যেই সংজ্ঞাই নেন না কেন, উদ্দেশ্য একটিই—লৌকিকতা, নাম-যশ-খ্যাতি কুড়ানো, দুনিয়ার হীন স্বার্থ হাসিল ইত্যাদির উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা, তার শাস্তির ভয় ও পুরস্কার লাভের আশা করা।

ইখলাসের মর্ম

একজন ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি কাজ, বিষয়, উচ্চারণ-আচরণ সবকিছুতেই এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য থাকবে। সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে তার লক্ষ্য। সে তার কোনো আমল বা ইবাদতে লোক দেখানো, মানুষের কাছে সুনাম অর্জন, দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকবে।

ইখলাস ত্রেম স্তরত্বপূর্ণ

^৯ মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কায়্যিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১

^{১০} মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কায়্যিম, ২/৯১

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির এ দুটি শ্রেণিকে মূলত তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং সবাইকে ইখলাসের আদেশ করেছেন। কুরআনে কারিমের ভাষায়—

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে (একনিষ্ঠভাবে) তাঁর ইবাদত করতে।^{১১}

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে—

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.

ألا لله الدين الخالص

আমি তোমার নিকট এ কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। জেনে রাখো—নির্ভেজাল আনুগত্য কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।^{১২}

কুরআনে কারিমে আরও ঘোষিত হয়েছে—

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا

شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

বলেন, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ (সবকিছু) জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই

^{১১} সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত : ৫

^{১২} সূরা যুমার, আয়াত : ২-৩

উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরিক নেই এবং এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।^{১৩}

কুরআনে কারিমে আরও ঘোষিত হয়েছে—

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً،
وهو العزيز الغفور

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরিক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কাজে উত্তম? তিনিই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।^{১৪}

এখানে প্রতিটি আয়াতেই ইখলাসের আদেশ করা হচ্ছে। বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সমন্বয়হীনতা

একবার কোনো এক মজলিসে ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলে উঠলেন—

﴿ প্রকৃত ইখলাস এটিই এবং এটিই ঠিক মূলত।'

উপস্থিত জনতা প্রশ্ন করল—

﴿ প্রকৃত ইখলাস ও ঠিক মূলত কী?

ফুজাইল রাহিমাহুল্লাহ তখন বললেন—

^{১৩} সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২-১৬৩

^{১৪} সূরা মূলক, আয়াত : ২

ইখলাসশূন্য বিশুদ্ধ আমল যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি ইখলাসপূর্ণ অশুদ্ধ আমলও গ্রহণীয় নয়। গ্রহণযোগ্য আমল সেটাই, যার মধ্য উভয় বিষয়ের সমন্বয় থাকবে। আমলকে ইখলাসপূর্ণ করতে হলে তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আমলকে বিশুদ্ধ হতে হলে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নীতি ও আদর্শের আলোকে হওয়া লাগবে।^{১৫} এরপর তিনি এই আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করলেন—

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
بعبادة ربه أحدا

সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।^{১৬}

কুরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.

তার অপেক্ষা দ্বীনে কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।^{১৭}

^{১৫} মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কায়্যিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৯

^{১৬} সূরা কাহাফ, আয়াত : ১১০

^{১৭} সূরা নিসা, আয়াত : ১২৫

এখানে ‘আত্মসমর্পণ করা’-এর দ্বারা উদ্দেশ্য—ইখলাসের সাথে আমল করা। ‘ইহসান’ দ্বারা উদ্দেশ্য—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।^{১৮}

তিনটি বিষয় সত্যতা

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

তিনটি ক্ষেত্রে কোনো মুসলিমের অন্তর যেন ‘বিদ্বেষপরায়ণ’ (এমন বিদ্বেষ, যা সত্য থেকে তাকে দূরে ঠেলে রাখে) না হয়ে ওঠে—

- ✓ ১. এক আল্লাহর জন্যই ইখলাসের সাথে আমল করা;
- ✓ ২. দায়িত্বশীল ও শাসকদের কল্যাণকামী হওয়া;
- ✓ ৩. এবং মুসলিমদের জামাআত আঁকড়ে ধরা;

কারণ, (ইসলামের) দাওয়াত তাদের সবাইকে একত্রে জড়িয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ এসব বিষয়ে বিপরীত করে মানুষ যেন নিজেই নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন না করে।)^{১৯}

আমলের প্রাণ ইখলাস

ইখলাস মুমিনের যাবতীয় আমলের প্রাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইখলাসহীন আমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতোই মূল্যহীন। সব আলিমের মতোই ইখলাস মানুষের মনোগত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। মনোজাগতিক সব আমল তথা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি নির্মল ভালোবাসা, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল,

^{১৮} মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কায়্যিম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০

^{১৯} জামি তিরমিযি : ২৬৫৮; মুসনাদে আহমদ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৩

হাদিসের মান: আলবানি এটাকে সহিহ বলেছেন, দেখেন—মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৮

ইখলাসের সাথে ইবাদত, আল্লাহর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশা ইত্যাদি এসব বিষয়ই মূল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমল তা মনের আমলের তাবে (অনুগামী)। সহজে বললে, মানুষের মনের নিয়্যাত রুহের মতো। আর বাহ্যিক আমলকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা যায়। রুহের শূন্যতায় যেমন বাহ্যিক দেহ অচল হয়ে পড়ে, তার মূল্য থাকে না, তেমনি ইখলাস না থাকলে সব আমলই মূল্যহীন। তাই বলা যায়, ভেতরগত আমল সম্পর্কে জানা বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত আমল থেকেও জানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মুমিনের সফলতা যথার্থ

একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতা তো এখানেই, যে, সে একনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে। তার কোনো আমলে মানুষ দেখানোর বিষয় থাকবে না। মানুষের প্রশংসা পাওয়ার হীন উদ্দেশ্যে ঘিরে তার কোনো ইবাদত হবে না। সে যত সৎকাজ করবে, সবগুলোর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যলাভ। সে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই। যেমন, কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله.

বলেন—এটিই আমার পথ : আল্লাহর প্রতি আমি মানুষকে আহ্বান করি।^{২০}

আরও ঘোষিত হয়েছে—

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله.

^{২০} সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮

কথায় কে উত্তম ওই ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।^{২১}

এজন্য ইখলাস মুমিনের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত মুসলিমের জন্য তা আবশ্যকীয় ব্যাপার। তারা নিজেদের ইবাদত, আমল, দ্বীনের দাওয়াত সবকিছুই ইখলাসের সাথে করবে। একজন দায়ির দাওয়াতের উদ্দেশ্য হবে নিজে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। অন্যান্য মানুষের সংশোধন ও তাদের আলোর পথ দেখানো; দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নয়। এককথায়, মুমিনের জীবনের সবকিছুর উদ্দেশ্যই হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সফলতা অর্জন।^{২২}

নিয়তই যখন সবকিছুর মূল

নিয়তই সব আমলের মূল। মনের নিয়তই মুমিনের যাবতীয় আমলের স্তম্ভ। নিয়ত ছাড়া সব আমলই বেকার। নিয়ত হচ্ছে আমলের প্রাণবায়ু, আমলের চালনাকারী আর আমল তার অনুগামী। সুতরাং নিয়ত যখন বিশুদ্ধ হবে তখন আমলও বিশুদ্ধ হবে, নিয়তের অশুদ্ধতায় আমলও শূদ্ধ হবে না। নিয়তের মাধ্যমে বান্দা আমলের তাওফিক পায়, নিয়ত না রাখলে সে বঞ্চিত হয়। নিয়তের ভিন্নতায় মর্যাদারও তারতম্য হয়।^{২৩} এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষই তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পায়।^{২৪}

^{২১} সূরা হা-মিম সাজ্জদাহ, আয়াত : ৩৩

^{২২} মাজমুউ ফাতাওয়া, বিন বাজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৯ এবং খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৯

^{২৩} আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন— النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم.

السدلان ১/৫১

^{২৪} সহিহ বুখারি : ১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা—

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই; তবে কল্যাণ আছে—যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দেব।^{২৫}

উপরের আয়াত ও হাদিসে নিয়তের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। সকল মুমিনের, চাই সে দায়ি হোক বা সাধারণ মুসলিম, নিয়ত বিশুদ্ধ করা জরুরি। মুমিন তার এই আবশ্যকীয় প্রয়োজনীতা থেকে কখনো বেরোতে পারে না।

তম্ব পুঁজি, লাভ ত্রিশি

গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়ত যখন শুদ্ধ হবে, তখন বান্দার সওয়াব ও প্রাপ্তি বিশাল। এমনকি কোনো কারণে সে আমল না করলেও সওয়াব পেতে পারে; যদি সে নিয়ত করে রাখে এবং তা শুদ্ধ হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

আল্লাহ তাআলা সওয়াব ও গোনাহের বিষয় লিখে রেখেছেন এবং তা বর্ণণাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি সৎ কাজে ইচ্ছা

করে কিন্তু (কোনো কারণে) তা করতে পারে না তাহলে তারও পরিপূর্ণ সওয়াব আল্লাহ তাআলা দেবেন...।^{২৬}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

বান্দা যখন অসুস্থ হয় বা সফরে যায়, তখনো সুস্থাবস্থায় বা বাড়িতে থাকাকালীন সে যে (নফল) আমল করত সেই আমলের সওয়াব লেখা হয়।^{২৭}

(এখানে তার মনে নেক আমলের ইচ্ছা সক্রিয়; কিন্তু সংকটের কারণে করতে পারছে না।)

অন্য হাদিসে এসেছে—

কারও যদি (নিয়মিত) তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকে, আর (ইচ্ছা কোনো দিন কোনো কারণে ঘুম থেকে) যদি সে জাগতে না পারে, তবুও তাকে সালাতের পূর্ণ সাওয়াব দেওয়া হয়। আর ঘুম হয় তার জন্য সদকা।^{২৮}

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে মসজিদে উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, (মসজিদের) জামাআত শেষ হয়ে গেছে; তাহলে তাকেও জামাআতে অংশগ্রহণের সমপরিমাণ

^{২৬} সহিহ বুখারি : ৬৪৯১; সহিহ মুসলিম : ১৩১

^{২৭} সহিহ বুখারি : ২৯৯৬

^{২৮} সুনানু আবি দাউদ : ১৩১৪; সুনানুন নাসায়ি : ১৭৮৪

সওয়াব দেওয়া হয়। এবং তাতে কোনো প্রকারের ত্রুটি করা হয় না।^{২৯}

অন্য এক সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন। যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।^{৩০}

তাহলে দেখা যাচ্ছে—প্রতিটি হাদিসেই বান্দার নিয়তকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং শুধু নিয়তের কারণে সে প্রতিদান পাচ্ছে।

এই যে অল্প আমলে বিশাল সওয়াব, অতুলনীয় প্রাপ্তি—এসব বিষয় আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও উদারতার কথাই বলে না? বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার যে বিশাল অনুগ্রহ, অনুকম্পা এরই জানান দেয় না এসব বিষয়?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন তাবুক যুদ্ধে চলছেন, তখন তাদের বললেন—

তোমরা মদিনায় এমন এক সম্প্রদায় রেখে এসেছ, যারা তোমরা যতটুকু জায়গা সফর করছ, যা খরচ করছ, তোমরা যে উপত্যকাগুলো অতিক্রম করছ এই সবগুলো ক্ষেত্রেই তারা তোমাদের সাথে রয়েছে। (সুতরাং তারাও তোমাদের সাওয়াব পাবে।)

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন—

^{২৯} সুনানু আবি দাউদ : ৫৬৪; সুনানুন নাসায়ি : ৮৫৫; হাদিসের মান : ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর সনদ 'শক্তিশালী' (কওয়া) বলেছেন; দেখেন—ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৭

^{৩০} সহিহ মুসলিম : ১৯০৯

ইয়া রাসুলুল্লাহ, তারা আমাদের সাথে কীভাবে হলো? তারা তো মদিনায়!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন—

তাদেরকে তো আটকে রেখেছে তাদের ওজর। (তাদেরও নিয়ত অবশ্যই ছিল; কিন্তু প্রকৃত ওজরের কারণে তারা আসতে পারে নি। না হয় তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হতো।^{৩১}

নিয়ত যখন ভালো হলে

নিয়ত ভালো হলে আল্লাহ তাআলা আমলে বরকত দেন। অল্প আমলের সওয়াব অনেক বাড়িয়ে দেন। এক ব্যক্তি তার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধান করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল—

: আগে ইসলাম গ্রহণ করব, নাকি জিহাদে অংশ নেব?

নবীজি উত্তর দিলেন—

: প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর জিহাদ।

লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর সে যখন যুদ্ধ করতে গেল তখন সে শাহাদাত বরণ করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

^{৩১} সহিহ বুখারি : ২৮৩৯; সুনানু আবি দাউদ : ২০৫৮; হাদিসের মূল পাঠ : সুনানু আবি দাউদ

কাজ করেছে খুব অল্প অথচ সওয়াব পেয়েছে অনেক বেশি।^{৩২}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে দ্বীনি ইলম শেখাচ্ছিলেন তখন ওই ব্যক্তি উটে চড়ে পথ চলছিল, হঠাৎ তার উটের পা ‘ইয়ারবু’র^{৩৩} গর্তে ঢুকে যায়। লোকটি পড়ে গেলে উট তার ঘাড় মটকে দেয় এবং সে মৃত্যুবরণ করে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

আমল করেছে অল্প; কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে অনেক বেশি।^{৩৪}

দুনিয়ার কাজেও সাওয়াব

নেক নিয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবি কাজেও সওয়াব দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

কোনো ব্যক্তি যখন সওয়াবপ্রাপ্তির আশায় পরিবার-পরিজনের ওপর খরচ করে তখন তা তার জন্য সদকা হয়ে যায়।^{৩৫}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাআদ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন—

^{৩২} সহিহ বুখারি : ২৮০৮; সহিহ মুসলিম : ১৯০০; হাদিসের মূল পাঠ : সহিহ বুখারি

^{৩৩} ইঁদুর জাতীয় একপ্রকার প্রাণী, jerboa.

^{৩৪} মুসনাদে আহমদ : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৭

^{৩৫} সহিহ বুখারি : ৫৫; সহিহ মুসলিম : ১০০২

তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাই খরচ করো না কেন,
এর সওয়াব অবশ্যই তুমি পাবে এমনকি স্ত্রীর মুখে যদি
খাবার তুলে দাও, তবুও।^{৩৬}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াতে চার
ধরনের মানুষ রয়েছে—

❧ ১. যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম ও মাল দু'টোই দিয়েছেন।
অতঃপর সে তাতে তাকওয়া অনুযায়ী চলে এবং আত্মীয়তার
সম্পর্ক রক্ষা করে। মালে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা আদায়
করে, তাহলে এরূপ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। (অর্থাৎ
যে ব্যক্তি সম্পদ লাভ করার পর তা অন্যায়পথে খরচ করে না;
বরং সে এই সম্পত্তি থেকে আত্মীয়-স্বজন ও আল্লাহর অধিকার
আদায় করে, এর মাধ্যমে সে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে,
তাহলে সে বিরাট মর্যাদার অধিকারী)

❧ ২. যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন; কিন্তু সম্পত্তি দেননি। তবে সে
মনেপ্রাণে আফসোস করে বলে আমার যদি সম্পদ থাকত তাহলে
অমুকের (প্রথম ব্যক্তি) মত আমিও (সংকাজে) খরচ করতাম।
তাহলে এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির অনুরূপই সওয়াব পাবে।

❧ ৩. যাকে আল্লাহ শুধু মাল দিয়েছেন। সে এই মালে অন্যায়
হস্তক্ষেপ করে, তাতে তাকওয়া অনুযায়ী চলে না এবং আত্মীয়তার
সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং মালে আল্লাহর যে হক রয়েছে তাও
আদায় করে না। তাহলে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

৪. যাকে আল্লাহ মাল ও ইলম কোনোটাই দেননি। সে নিয়ত করে যদি তার মাল থাকত তাহলে সে ওই (তৃতীয়) ব্যক্তির মতো (অন্যায় পথে) খরচ করত। তাহলে সে তৃতীয় ব্যক্তির মতোই নিয়ত করল এবং দুজনের একই রকমের গোনাহ হবে।^{৩৭}

ইখলাসের মাধ্যমে আপত্তি যা পাত্রে পাত্ৰন

ইখলাসের ফলাফল ও প্রাপ্তি বিশাল। ইখলাসের মাধ্যমে বান্দার প্রচুর কল্যাণ অর্জিত হয়। যেমন—

- ✓ দুনিয়া আখেরাতের ব্যাপক কল্যাণ।
- ✓ ইখলাস বান্দার আমল কবুল হওয়ার অন্যতম কারণ। (তবে সর্বাবস্থায়ই আমল হতে হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতি অনুযায়ী।)
- ✓ ইখলাসের মাধ্যমে প্রথমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন হয়। এরপর, ফেরেশতারা তাকে ভালোবাসে। অতঃপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মানুষের মাঝে তার ভালোবাসা তৈরী করে দেওয়া হয়।
- ✓ ইখলাসই সব ইবাদতের মূল, যাবতীয় আমলের প্রাণ।
- ✓ ইখলাস থাকলে অল্প আমলেই অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। ইখলাসের সাথে আল্লাহর কাছে সামান্য চাওয়ার প্রাপ্তিও বিশাল।
- ✓ ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যখন দুনিয়াবী বৈধ কোনো কাজও করে, তবুও তা সাওয়াবের শামিল।

^{৩৭} জামি তিরমিজি ২৩২৫ মুসনাদে আহমদ ৪/১৩০; মান : আলবানি রাহিমাহুল্লাহ একে সহিহ বলেছেন; বিস্তারিত জানতে দেখুন—সহিহুত তিরমিজি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭০

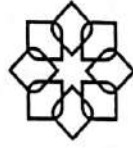
- ✓ ইখলাস থাকলে কোনো কারণে আমল করতে না পারলেও শুধু নিয়তের মাধ্যমে বান্দার সওয়াব অর্জিত হয়।
- ✓ ইখলাস আছে কিন্তু আমলের কথা ভুলে গেছে বা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে আমল করতে পারে নি, তবুও কৃত আমলের সওয়াব পায় বান্দা।
- ✓ বান্দা অসুস্থতা বা সফরের কারণে আমল করার সুযোগ না পেলেও ইখলাসের কারণে সে সুস্থাবস্থার বা বাড়িতে থাকাকালীন আমলের সওয়াব পাবে।
- ✓ ইখলাস থাকলে বান্দা আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ করে।
- ✓ ইখলাসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আখেরাতের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।
- ✓ দুনিয়ায় বালা-মুসিবত দূর হয়।
- ✓ পরকালে বিশেষ মর্যাদা অর্জন হয়।
- ✓ ইখলাসের মাধ্যমে বান্দা গোমরাহি (ভ্রান্ততা) থেকে রক্ষা পায়।
- ✓ ইখলাস হেদায়েতের পথকে বৃদ্ধি করে।
- ✓ জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জিত হয়।
- ✓ ব্যক্তির মনে প্রশান্তি জাগে এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়।
- ✓ ঈমান সুশোভিত হয়।
- ✓ খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ হয়।
- ✓ মৃত্যুটা হয় নির্জলা, সুন্দর।

- ✓ দুআ কবুল হয়।
- ✓ কবরে বান্দা নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়। জান্নাতের সুসংবাদ কবর থেকেই বান্দা লাভ করে।
- ✓ পরিশেষে মুমিনের চূড়ান্ত বাসনা জান্নাত অর্জিত হয়।

এখানে যেসব উপকারের কথা বললাম, এগুলোর দলিল-প্রমাণের অভাব নেই। কুরআন-হাদিসের পাতায় দৃষ্টি মেললেই আপনি পেয়ে যাবেন।^{৩৮}

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ লেখকসহ গোটা উম্মতে মুসলিমাকে কথা ও কাজে সবকিছুতেই ইখলাসের এই মহান নেয়ামত অর্জন করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

^{৩৮} বিস্তারিত জানতে দেখুন—كتاب الإخلاص لحسين العوايشه ص ٦٤



দ্বিতীয় অধ্যায়

দুনিয়াকেন্দ্রিক আমলের ভ্রষ্টাচার

লাভ কাম, বিনিয়োগ ব্রশ্মি

দুনিয়ার তুচ্ছ কোনো কিছু অর্জনের জন্য আমল করা আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করারই নামান্তর, যার ক্ষতি ভয়ানক। দুনিয়ার জন্য আমল এক ধরনের শিরক; যা তাওহিদের অন্তরায় এবং যা আমলকে বিনষ্ট করে ফেলে। দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা আমল রিয়ার চেয়েও বড় ক্ষতিকর। কারণ, যে ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের ইচ্ছে রাখে, তার সে ইচ্ছা অধিকাংশ আমলেই সক্রিয় থাকে। (যার ফলে ক্ষতির পরিমাণটাও অধিক।)

পক্ষান্তরে রিয়াকারী ব্যক্তির 'লৌকিকতা প্রদর্শন' সব আমলেই ক্রিয়াশীল থাকে না। এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। একটা আমল রিয়া হচ্ছে,

তো, আরেকটা আমলে সে রিয়া করছে না। (ফলে তুলনামূলক তার ক্ষতি কিছুটা কম।) তবে মুমিন ব্যক্তি এ দুটো থেকেই দূরে থাকে।

দুনিয়া ও দুনিয়াকেন্দ্রিক আমল : যৌলিক পার্থক্য যখন

মানুষ যখন তার আমলের মাধ্যমে জনপ্রিয় হতে চায়, তার আমলের উদ্দেশ্য থাকে মানুষের প্রশংসা লাভ, দুনিয়ার সুখ্যাতি অর্জন, তখন সেটাকে আপনি 'রিয়া' বলতে পারেন। তবে এটাও একপ্রকার 'দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন'। এখানে সরাসরি দুনিয়ার স্বার্থ না চাইলেও সে ভগিতা করছে। সে মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে গিয়ে প্রকারান্তরে দুনিয়ার স্বার্থই চাচ্ছে।

আর যে দুনিয়ার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমল করে, এ ক্ষেত্রে তার লৌকিকতা উদ্দেশ্য থাকে না, দুনিয়া অর্জনই হয় তার মূল লক্ষ্য। যেমন কেউ কারও পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করল, যার উদ্দেশ্য আর্থিক সুবিধা লাভ, মুনাফা। অথবা এক ব্যক্তি গনিমত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করল, তাহলে সেটা হবে দুনিয়ার জন্য আমল। সহজে বললে, লৌকিকতা প্রদর্শনকারীর আমল হয়ে থাকে মানুষের 'বাহবা' পাবার জন্য। আর দুনিয়ার জন্য আমলকারী ব্যক্তির আমল হয় দুনিয়ার স্বার্থকেন্দ্রিক। আকার-প্রকৃতি, রূপ-রঙে দুটো ভিন্ন হলেও ক্ষতির ক্ষেত্রে এক বিন্দুতে এসে মিলেছে। দুটোই আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে, দুটির কারণেই বান্দার শাস্তি হবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন।^{৩৯}

দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রির শাস্তি

দুনিয়ার বিনিময়ে যারা দ্বীনকে বিক্রী করার দুঃসাহস করে, কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ক্ষতি ও মন্দত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের ইরশাদ—

^{৩৯} ফাতহুল মাজিদ : ৪৪২; তাইসিরুল আজিজিল হামিদ : ৫৩৪

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। তাদের জন্য আখেরাতে দোযখ ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।^{৪০}

আরও ঘোষিত হয়েছে—

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.

কেউ আশু সুখ-সন্তোষ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই দ্রুত দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায়।^{৪১}

আরও ঘোষিত হয়েছে—

^{৪০} সূরা হুদ, আয়াত : ১৫-১৬

^{৪১} সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৮

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان
يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب.

যে কেউ আখেরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি
তার ফসল বাড়িয়ে দিই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা
করে আমি তাকে এরই কিছু দিই; আখেরাতে তার জন্য
কিছুই থাকবে না।^{৪২}

কুরআনে কারিমে আরও বর্ণিত হয়েছে—

فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في
الآخرة من خلاق.

মানুষের মধ্য যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের
ইহকালেই দেন; বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোনো
অংশ নেই।^{৪৩}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম (যা কেবল
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শেখা উচিত) শেখে, কিয়ামতের দিন
সে জান্নাতের ঘাণও পাবে না।^{৪৪}

^{৪২} সূরা শূরা, আয়াত : ২০

^{৪৩} সূরা বাকারা, আয়াত : ২০০

^{৪৪} সুনানু আবু দাউদ : ৩৬৬৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৫২; আলবানি একে সহিহ বলেছেন; বিস্তারিত
জানতে দেখেন—সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

তোমরা আলেমদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য, মূর্খদের তর্কে হারানোর জন্য ইলম শিখতে যেয়ো না। মজলিসের বিশেষ আসন পাওয়ার উদ্দেশ্যেও তোমরা ইলম শিখো না। অন্যথায় জাহান্নাম অবধারিত।^{৪৫}

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

তিন কারণে তোমরা কখনো ইলম শিখবে না :

- ✓ ১. মূর্খদেরকে বিতর্কে হারিয়ে দেওয়ার জন্য,
- ✓ ২. আলেমদের সাথে ইলম দ্বারা তর্ক-বিতর্ক করার জন্য
- ✓ ৩. এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য।

তোমরা তোমাদের কথার (ও কাজের) মাধ্যমে আল্লাহর নিকট যা আছে, তাই চাও। কারণ, তা চিরস্থায়ী এবং বাকি থাকবে। এ ছাড়া অন্য সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে।^{৪৬}

বিশুদ্ধ আমলের পুরস্কার

যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে তার সৌভাগ্যের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহপাক নিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, আখেরাতেই হয় যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে এক ধরনের অমুখাপেক্ষিতা (কোন

^{৪৫} সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৫৪; হাদিসের মান : আলবানি একে সহিহ বলেছেন, বিস্তারিত জানতে দেখেন—সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮; সহিহুত তারগিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬

^{৪৬} সুনানু দারিমি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৬০; হাদিসের মান : আলবানি একে হাসান বলেছেন, দেখেন—সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮; সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮

কিছুর অভাব বোধ করে না, নিজের প্রাপ্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে) তৈরি করে দেন এবং তার বিচ্ছিন্ন বিষয়াবলি জমা করে দেন। (অর্থাৎ এরূপ বান্দার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কার্যাবলি সম্পাদনের যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করে দেন, এতে তার মন প্রশান্ত করেন।) এরূপ ব্যক্তির কাছে দুনিয়া নিজেই লাঞ্চিত হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যার মূল উদ্দেশ্যই হয় দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দারিদ্রতা সৃষ্টি করে দেন, তার জমা হয়ে থাকা (সাজানো) বিষয় ছিন্ন করে দেন। (দুনিয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপে তার সবিশেষ কোনো লাভ হয় না।) তার জন্য দুনিয়ার যতটুকু নির্ধারিত আছে, কেবল ততটুকুই আসে।^{৪৭}

দুনিয়াবি আমলের প্রকারভেদ

দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য মানুষ যে আমল করে তা অনেক প্রকারে বিভক্ত। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ চারভাগে ভাগ করেছেন। এখানে আমরা তার প্রকারভেদগুলো (যা তিনি সালাফদের থেকে গ্রহণ করেছেন) তুলে ধরছি—

- ☉ ১. অনেক মানুষই এমন আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের সৎ কাজ যেমন সালাত, সদকা, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার, জুলুম-নিপীড়ন প্রতিহতকরণ ইত্যাদি করে থাকে, এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য তার নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু একটা সংকটের কারণে তাদের এসবকিছু বিশেষ উপকারে আসে না। তা হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যের সাথে সাথে তাদের এসব সৎকাজ হয় দুনিয়ার স্বার্থকেন্দ্রিক। এসব নেক আমলের মাধ্যমে তাদের দুনিয়ার বিভিন্ন উপকারলাভের যেমন মালের হেফাজত, সম্পদের প্রবৃদ্ধি, পরিবার-পরিজনদের সুরক্ষা

^{৪৭} জামি তিরমিজি : ২৪৬৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০৫; মান : আলবানি একে সহিহ বলেছেন; দেখেন—সহিহুল জামে, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৫১; আল-আহাদিসুস সাহিহাহ : ৯৫০

এবং তার পরিবার ও নিজের ওপর নেয়ামতের অব্যাহত ধারা চালু থাকা ইত্যাদির আশা থাকলেও আখেরাতে কোনো কিছু পাওয়ার আশা থাকে না। জান্নাত লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এসবের কোনো আকাঙ্ক্ষা তাদের জন্মে না; দুনিয়াই তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু। এদের সৎকাজগুলো যেহেতু শ্রেফ দুনিয়াকেন্দ্রিক, দুনিয়াতেই তারা তাই তাদের নেককাজের পূর্ণ প্রতিদান পেয়ে যাবে। আখেরাতে তাদের চাওয়া পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এ প্রকারটা ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

➤ ২. দ্বিতীয় প্রকার অনেকটা প্রথমটার মতোই। এখানেও আখেরাতে কোনো কিছু লাভের আশা তারা রাখে না। তাদের উদ্দেশ্য কেবল লৌকিকতা প্রদর্শন; কিন্তু ফলাফল ও প্রাপ্তির বিবেচনায় এটা প্রথম প্রকারের তুলনায় বেশি ভয়ানক। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে এ প্রকারটা বর্ণিত আছে।

➤ ৩. ব্যক্তি তার যাবতীয় সৎকাজ করে দুনিয়ার জন্য, দুনিয়ার হীন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। অন্যের পক্ষ থেকে সে হজ্জ করছে, কিন্তু তার ভেতরের উদ্দেশ্য আরেকজনের বদলি হজ্জ করা নয়; সুবিধালাভ তার উদ্দেশ্য। সে হিজরত করছে ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য দুনিয়ার কোনো প্রাপ্তি। রণাজানে প্রাণপণে লড়াই করছে; কিন্তু এর পেছনে তার লক্ষ্য গনিমতলাভ।

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করছে; কিন্তু তা দ্বীনকে জানা, বোঝা ও মেনে চলার জন্য না; তার শিক্ষার মূল স্বপ্ন সার্টিফিকেট অর্জন। সে কুরআন শিখছে বা সালাত আদায় করছে, কিন্তু সওয়াবপ্রাপ্তির প্রত্যাশা সে রাখে না। সালাত আদায় করতে হয় তাই করছে। তিলাওয়াত করতে হয়, তাই তিলাওয়াত করা। এখানে যে তিলাওয়াতের মাধ্যমে সাওয়াব হবে, সালাতের মাধ্যমে আল্লার

নৈকট্য অর্জন হবে—এরকম কোনো উদ্দেশ্য তার নেই। মোটকথা, এরূপ ব্যক্তির কোনো সংকাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের কোনো আশা থাকে না।

- ☉ ৪. সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পরিপূর্ণ ইতাআত (অনুসরণ) করার চেষ্টা করছে, প্রচুর আমল করে করে যাচ্ছে; কিন্তু কোনো একটা আমলের ক্ষেত্রে এসে সে তার মাঝে সংকট দেখা দেয় এবং সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটা বর্ণিত।^{৪৮}

একজন মুসলিমের উচিত, যেসব জিনিস সব আমলকে বিনষ্ট করে দেয়; যা আল্লাহর ক্রোধ টেনে আনে তা থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন। সবাই বেঁচে থাকুক ‘দুনিয়ার জন্য করা সব ধরনের আমল’ থেকে।

রিয়্যা এবং তার ভয়ানক চহারা

রিয়্যা এমন ভয়ঙ্কর জিনিস, যা ব্যক্তি, সমাজ, জাতি—সবার জন্যই বিরাট ক্ষতিকর। রিয়ার কারণে মানুষের সবচে বড় যে ক্ষতি, তা হলো, ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। এছাড়াও রিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে নিচের কথাগুলো থেকে ধারণা নিতে পারেন :

- ☉ এক. রিয়্যা মুসলিমদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—
আমি কি তোমাদের এমন একটা বিষয়ে সংবাদ দেবো; যা আমার কাছে তোমাদের জন্য দাজ্জালের ফেতনার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর

^{৪৮} ফাতহুল মাজিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ : ৪৪৪; তাইসিরুল আজিজিল হামিদ : ৫৩৬; আল-কাওলুস সাদিদ ফি মাকাসিদিত তাওহিদ, সাদি : ১২৬

বলে মনে হয়? তা হলো গোপন শিরক। ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে এবং তা খুব সুন্দরভাবেই আদায় করেছে—মানুষের দৃষ্টি কাড়ার জন্য।^{৪৯}

➤ দুই. বাঘ যেমন ছাগলের জন্য ধ্বংসকারী, রিয়া এর চেয়েও বেশি ধ্বংস করে ব্যক্তিকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—সম্পদের লোভ এবং দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়ার মর্যাদালাভের অভিলাষ ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও বেশি অনিষ্ট সাধনকারী।^{৫০}

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন, মালের প্রতি মানুষের লোভ তা দ্বীনের জন্য বিরাট ক্ষতিকর; যা আল্লাহর আনুগত্য থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। অনুরূপ দ্বীনি কাজের মাধ্যমে দুনিয়ার স্বার্থলাভ; যা লৌকিকতা, সুখ্যাতি অর্জনের তীব্র ইচ্ছা ইত্যাদির মাধ্যমেও হয়ে থাকে এটাও দ্বীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনে।

➤ তিন. রিয়ার কারণে মানুষের আমল ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়, এর বরকত বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم
الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل

^{৪৯} সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২০৪; আলবানি একে সহিহ বলেছেন। দেখেন—সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ,

খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১০

^{৫০} জামি তিরমিজি : ২৩৭৬; মুসনাদে আহমদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬; মান : আলবানি এর সনদ সহিহ বলেছেন। দেখেন—সহিহ সুনানু তিরমিজি, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮০

فتركه صلدا لا يقدرّون على شيء مما كسبوا والله لا
يهدي القوم الكافرين.

হে মুমিনগণ, দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে) ওই ব্যক্তির ন্যায় (নিষ্ফল করো না), যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর—যার ওপর কিছু মাটি থাকে; তারপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।^{৫১}

রিয়ার আমল বিনষ্টকরণ এমন এক সময় প্রকাশ পায়, যখন মানুষের সুদিন ফুরিয়ে যায়। যখন তার শক্তি-সামর্থ প্রতিরোধক্ষমতা সব বিলীন হয়ে যায়। আর তা হলো বার্ষিকের দুর্দিন। কুরআনে কারিমের ভাষায়—

ايود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب
تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه
الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار
فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم
تتفكرون.

^{৫১} সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬৪

তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সবধরনের ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্দকো উপনীত হয় এবং তার সম্মান-সম্মতি দুর্বল, এরপর তার ওপর এক অগ্নিষ্ফরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ফলে তা জ্বলে যায়? এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।^{৭২}

মানুষের সবগুলো সংকাজ প্রচুর ফলসমৃদ্ধ বিশাল একটা বাগানের মতো। এখন কেউ কি চাইবে 'রিয়ার আগুন' দিয়ে এত সুন্দর বাগান, যার ওপর ভর করে তার বেঁচে থাকা সেটা বিনষ্ট করে ফেলতে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি শিরকের ক্ষেত্রে আমার শরিকদের অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, তাহলে সে ও শিরকে আমার কিছু আসে যায় না। (বরং এটা তার নিজের জন্যই ক্ষতি।)^{৭৩}

আল্লাহ তাআলা অবশ্যজ্ঞাবী কিয়ামতের দিন যখন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল মানুষতে জমা করবেন তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকবে, যে আল্লাহর জন্য কোনো ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করছে সে যেন তার

^{৭২} সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬৬

^{৭৩} সহিহ মুসলিম : ২৯৮৫

ইবাদতের সওয়াব আল্লাহ ছাড়া সেই ‘অন্য’ থেকেই কামনা করে। কারণ, আল্লাহ তাআলা শিরকের ক্ষেত্রে তার শরিকদের অমুখাপেক্ষী।^{৫৪}

➤ চার. রিয়া জাহান্নামের শাস্তির বিশেষ কারণ। কিয়ামতের দিন রিয়া করেছে এমন কুরআন তিলাওয়াতকারী, মুজাহিদ, দানশীল ব্যক্তিদের নিক্ষেপের মাধ্যমেই জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে। তারা সৎকাজ করলেও উদ্দেশ্য তাদের সৎ ছিল না। তিলাওয়াত করেছে মানুষ তাকে কারি বলবে, জিহাদ করেছে মানুষ তাকে মুজাহিদ বলবে, দান করেছে মানুষ তাকে দানবীর বলবে এই কারণে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্যলাভ তার উদ্দেশ্য ছিল না।^{৫৫}

➤ পাঁচ. রিয়া মানুষের জন্য লাঞ্ছনা, জিল্লতি ও দুর্গতি নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি (তার আমলের কথা) মানুষকে শোনাতে চায়, আল্লাহ তাআলা মানুষকে তা শোনাবেন। যে ব্যক্তি (তার ইবাদত) মানুষকে দেখাতে চায়, আল্লাহ তা দেখাবেন। (অর্থাৎ মানুষের মাঝে তার সুখ্যাতি ছড়াবেন সাথে সাথে নানানভাবে আল্লাহ তাকে লাঞ্চিতও করবেন। দুনিয়াতেই সে তার অংশ পেয়ে যাবে, আখেরাতে কিছুই পাবে না, সেখানেও সে লাঞ্চিত হবে।)^{৫৬}

➤ ছয়. রিয়া আখেরাতের প্রাপ্তি নষ্ট করে দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—এই উম্মতের সুসংবাদের

^{৫৪} জামি তিরমিযি : ৩১৫৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২০৩; মান : আলবানি একে সহিহ বলেছেন; দেখেন—সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮; সহিহুত তিরমিযি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৪

^{৫৫} সহিহ মুসলিম : ১৯০৫

^{৫৬} সহিহ বুখারি : ৬৪৯৯; সহিহ মুসলিম : ২৯৮৬

ব্যাপার হলো আল্লাহ দীন (ইসলাম), মর্যাদা ও দুনিয়াতে তাদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সম্মান সমুন্নত করেছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য আখেরাতের আমল করবে, আখেরাতে তার কোনো 'হিস্যা' (অংশ) থাকবে না।^{৫৭}

☞ সাত. রিয়া মুসলিম উম্মাহর পরাজয়ের কারণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তাআলা এই উম্মত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিজয়ী করেন দুআ, সালাত ও ইখলাসের মাধ্যমে।^{৫৮}

খেয়াল করেন, এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন, ইখলাস মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের কারণ; বিপরীতে রিয়া তাদের পরাজিত করে।

☞ আট. রিয়া গোমরাহি ও ভ্রান্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মুনাফিকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারিমের ইরশাদ—

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ.

(মুনাফিকরা) আল্লাহ ও মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া ভিন্ন কাউকে প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না।^{৫৯}

^{৫৭} মুসনাদে আহমদ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১৮ ; মান : আলবানি সহিহ বলেছেন; দেখেন—সহিহুত তারগিব, খন্ড : ১,

পৃষ্ঠা : ১৫

^{৫৮} সুনানুন নাসায়ি : ৩১৭৮; আলবানি সহিহ বলেছেন; আত-তারগিব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬

^{৫৯} সূরা বাকারা, আয়াত : ৯

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم
بما كانوا يكذبون.

তাদের (মুনাফিক) অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। এরপর, আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি; কারণ, তারা মিথ্যাবাদী।^{৬০}

(মুনাফিকরা অন্তরের কপটতা সত্ত্বেও তারা ঈমানদার হওয়ার দাবি করত। মুসলিমদের দেখানোর জন্য আমল করত; কিন্তু তারা এই ধোঁকার মাধ্যমে মূলত নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে।)

রিয়্যার সূক্ষ্ম বিভিন্নরূপ

রিয়্যা আকার-প্রকৃতি, রূপ-রঙে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আল্লাহ সবগুলো থেকেই আমাদের রক্ষা করেন। নিচে রিয়্যার কিছু রূপ দেখে নেওয়া যাক—

৬০ সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্তির আমলের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে গাইরুল্লাহ তথা লোক দেখানো। সে মনে প্রাণে কামনা করে, তার ইবাদত মানুষ দেখুক। জানুক তার ইবাদতের বিশাল ফিরিস্তি। এটা স্পষ্ট রিয়্যা এবং তা নেফাকের একটা প্রকার।

৬১ প্রথমে তার কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই উদ্দেশ্য থাকে; কিন্তু যখন তার এই ইবাদতের কথা মানুষ জেনে ফেলে, তখন সে আগের অবস্থান থেকে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ভেতরে এক ধরনের উৎফুল্ল ভাব তৈরি হয়, এর প্রভাবে ইবাদতকে সে আরও সুন্দর করতে আগ্রহী হয়, যেই ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টির মানসিকতা হারিয়ে যায় এবং তার চেষ্টা

থাকে মানুষকে আকর্ষণ করার। এটা হল ‘অন্তরের শিরক’। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা অন্তরের শিরক বা গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, অন্তরের শিরক কী? তিনি বললেন, ব্যক্তি সালাত শুরু করার পর মানুষের দৃষ্টি কাড়তে প্রাণপণে সালাত সুন্দর করার চেষ্টা করে। এটাই হচ্ছে গোপন বা অন্তরের শিরক।^{৬১}

- ❧ ব্যক্তি ইবাদত খালেস নিয়তে শুরু করে এবং এভাবে সে ইবাদত শেষও করে; কিন্তু ইবাদত শেষে যখন তার প্রশংসা করা হয়, তখন তার অন্তর সেই প্রশংসাকে সাদরে গ্রহণ করে। এরপর তার অন্তর মানুষের প্রশংসা, নাম-যশ-খ্যাতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, দুনিয়ার স্বার্থের প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়। এই যে তার খুশি হওয়া, মানুষের প্রশংসার প্রতি দুর্বল হওয়া, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি এসবই তার গোপন শিরকের জানান দেয়।

রিয়াত ত্রিষ আরাও তিচ্ছু প্রকার

রিয়া কখনো বাহ্যিক শরীর-সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন—

- ❧ কেউ কৃত্রিমভাবে চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তোলে; স্বাস্থ্য, বাহ্যিক আকার-আকৃতিকে ইচ্ছে করেই দুর্বল করে রাখে। এর দ্বারা সে লোকেদের বোঝাতে চায়, সে আখেরাত নিয়ে খুব টেনশন করে, তাই তার চেহারা-ফিগার, স্বাস্থ্যের এই দুরাবস্থা। অথবা মনে করেন—রোজাদার কেউ কোনো কথা বলছে না, ঠোট শুকিয়ে রেখেছে, উদ্দেশ্য সে রোজাদার এ কথা বোঝানো।

^{৬১} সহিহ ইবনু খুজাইমা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭; সুনানু বাইহাকি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯১; আলবানি সহিহ বলেছেন; দেখেন—তারগিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭

- ৬৬ রিয়া কখনো বাহ্যিক বেশভূষা ধারণেও হতে পারে। যেমন কেউ একজন নিজেকে ‘জাহিদ’ (দুনিয়াবিমুখ) প্রকাশ করার জন্য জোড়াতালির কাপড় পরে, অথবা নিজেকে আলেম বোঝাতে আলেমরদের জন্য নির্ধারিত এবং সমাজে যা তাদের একান্ত পরিচায়ক এরূপ পোশাক পরে।
- ৬৭ আবার রিয়া কখনো মানুষের মুখকেন্দ্রিক হতে পারে। এটা অবশ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে থাকে। তারা প্রচুর নুসুস, দলিল-আদিল্লাহ, তত্ত্ব ও তথ্যের ঝুলি নিয়ে আসেন, যাতে বাহাস-মুবাহাসায় তার জয় নিশ্চিত হয় এবং তার গভীর জ্ঞানের ঝলক দেখে মানুষ।
- ৬৮ রিয়া কখনো আমলকেন্দ্রিক হয়ে থাকে এবং এটা বোঝা খুব সহজ। যেমন—একজন কেবল মানুষকে দেখানোর জন্যই দীর্ঘ সালাত আদায় করে, রুকু-সিজদায় প্রচুর সময় কাটাচ্ছে, আবার খুশুখুজুও প্রকাশ করছে। অনুরূপ সিয়াম, হজ, সদকা ইত্যাদিতে সে কেবল মানুষ দেখানোর জন্যই আমল করে থাকে।
- ৬৯ ভক্ত, মুরিদ, ফলোয়ার ইত্যাদির উচ্চাভিলাষের মাধ্যমেও রিয়া হতে পারে। যেমন কেউ দ্বীনের কোনো খেদমত করছে সবার কেন্দ্রবিন্দু হবার জন্য। মানুষ যেন একথা বলে, দ্বীনি বিষয়ে অমুক ব্যক্তির নিকট মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অথবা বড়দের সান্নিধ্য লাভ প্রকাশের মাধ্যমেও রিয়া হতে পারে। যেমন কেউ বড়ো কোনো ব্যক্তির সান্নিধ্যে যায়, তার কাছে সময় কাটায়। তার উদ্দেশ্য—মানুষ যেন একথা বলে—অমুক তো অমুকের সান্নিধ্যে থেকেছে। সময় কাটিয়েছে তার কাছে।
- ৭০ কখনো কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ, নিজেকে ছোট জাহির করার মাধ্যমেও রিয়া হতে পারে। বিষয়টা খুব সূক্ষ্ম। যেমন কেউ একজন

জনসম্মুখে নিজেকে অযোগ্য, ছোট ইত্যাদি বলে প্রকাশ করল, কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে তার মর্যাদা বাড়বে, মানুষ তার প্রশংসা করবে।

৬৬ অথবা মনে করেন—কেউ গোপনে আমল করে, সে চায় না, তা অন্যের সামনে তা প্রকাশ হোক, এবং প্রকাশ পেলে সে খুশিও হতে চায় না; কিন্তু মানুষের সাথে সাক্ষাৎকালে তার মনে মনে কামনা থাকে—মানুষ আগে তাকে সালাম করুক, সম্মান প্রদর্শন করুক, মানুষ তার প্রয়োজনাতি সেয়ে দিক, বিকিকিনির সময় তার সাথে মানুষের লেনদেন একটু সদয় হোক। এর বিপরীত হলে মনে সে কষ্ট পায়। যেন সে তার গোপনীয় সৎকাজের মাধ্যমেই এসব অধিকার কামনা করছে। মনে রাখবেন, এটাও সূক্ষ্ম এক প্রকার রিয়া।

৬৭ ইখলাসকে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য উসিলা বানানো এটাও সূক্ষ্ম এক ধরনের রিয়া। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে একটি ঘটনা এনেছেন। ইমাম গাজালি কারও থেকে জানতে পারলেন—যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর জন্যই চল্লিশদিন সময় কাটায় (ইবাদত-বন্দেগিতে ডুবে থাকে), তার প্রচুর ‘হিকমাত’ (প্রজ্ঞা) অর্জন হয়। তিনি বলেন, আমি চল্লিশদিন কাটালেও কোনো ফলাফল আসে নি। বিষয়টা তাই আমি কোনো বুজুর্গকে জানালাম। তিনি বললেন, তুমি তো হিকমাত লাভের জন্য সময় কাটিয়েছে, আল্লাহর জন্য সময় দাও নি।^{৬২}

৬২ বিস্তারিত জানতে দেখেন নিচের বইগুলো—

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٦/٦٦، منهاج القاصدين ٢١٤-٢١١، الإخلاص للعوايشه ٢٤، الإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف ص ٩، الرياء لسليم الهلالي ص ١٧

হিকমাত-প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতার ইত্যাদি স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, মানুষের প্রশংসা, বাহবা-লাভের জন্য মানুষ লালায়িত থাকে। আঁকুপাঁকু করে মানুষের মন; কিন্তু ইখলাস অর্জন করতে হলে ভেতর থেকে এসব ঝোড়ে ফেলতে হবে। এসব পাওয়া ও লাভের কামনা যদি আপনার মনে থাকে, তাহলে আপনার মনে ইখলাস থাকতে পারে না। আর ইখলাসই যদি থেকে থাকার দাবি করেন, তাহলে আপনার ভেতর এসব বিষয়ের কামনা থাকতে পারে না। দুটোই দুটোর জন্য প্রতিবন্ধক।

রিয়্যার বিভিন্ন প্রকার ও তার দুর্মত প্রভাব

রিয়্যার অনেক প্রকার রয়েছে। ভয়ঙ্কর রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য এসব জানার বিকল্প নেই এবং প্রত্যেক মুসলিমের তা জানা থাকা জরুরি। এখানে আমরা রিয়্যার কিছু প্রকার উল্লেখ করছি—

- ☉ এক. নিতান্তই তা রিয়া; এখানে রিয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে না। নবীযুগের মুনাফিকদের মতো তাদের অবস্থা—

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالِي يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

আর যখন তারা (মুনাফিক) সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সজ্জা দাঁড়ায়—কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।^{৬৩}

এ প্রকারের রিয়া শুধু সালাত-সিয়ামে সীমাবদ্ধ না; জাকাত-হজসহ অন্যান্য প্রকাশ্য শারীরিক ও আর্থিক আমলেও এর প্রকাশ ঘটতে

^{৬৩} সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২

পারে। নিঃসন্দেহে এটা ভ্রান্তি এবং এর শাস্তি কঠিনতর। এটা আল্লাহকে ক্রোধাধিত করে।

☉ দুই. আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলেও যার আগাগোড়া রিয়ার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত না। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি এটাকেও বাতিল বলে আখ্যায়িত করে।

☉ তিন. শুরুতে ইখলাসের সাথেই সে আমল করে যাচ্ছিল; কিন্তু মাঝখানে এসে রিয়া ঢুকে পড়েছে। এই ব্যক্তির আমলের দুটি অবস্থা হতে পারে—

➤ ক. ইবাদতের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের সাথে মিলবে না। ফলে প্রথম অংশের ইবাদত বিশুদ্ধ হবে, দ্বিতীয় অংশের ইবাদত শুদ্ধ হবে না।

ধরে নিই, আপনি বিশ টাকা সদকা করছেন। প্রথম দশটাকায় আপনার নিয়ত ভালো ছিল, ইখলাসের সাথেই সেই দশ টাকা সদকা করছেন, অন্যদিকে বাকি দশটাকা সদকার সময় আপনার ভেতরে লৌকিকতা এসে পড়ল, তাহলে প্রথম দশটাকা নিঃসন্দেহে ইখলাস থাকার কারণে কুবল হচ্ছে, শেষের দশটাকা রিয়া এসে যাবার কারণে কবুল হবে না।

➤ খ. যদি ইবাদতের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের সাথে মিলে তাহলে এখানেও দুটি অবস্থা হবে—

✦ এক. রিয়ার ভাব আসার পর আপনি তা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, আপনি তা থেকে বিমুখ থাকতে চেয়েছেন, এটাকে আপনি ঘৃণার চোখে দেখেছেন, তাহলে তা অবশ্যই মাফ। এর জন্য আল্লাহ তাআলা পাকড়াও

করবেন না। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মনে যদি কোনো অন্যায়ের চিন্তা আসে, তাহলে কার্যে পরিণত করা পর্যন্ত (বা মুখে প্রকাশ করা পর্যন্ত) আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন।^{৬৪}

✦ দুই. রিয়ার ভাব ভেতরে আসার পর আপনার মাঝে যদি তা স্থায়িত্ব লাভ করে, আপনি তা দূর করার কোনো চেষ্টা না করেন, তাহলে আপনার এই রিয়া ধ্বংসাত্মক; যা আপনার সব আমলকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কারণ এখানে ভালো অংশটাও খারাপের সাথে মিশে পুরোটাই খারাপে পর্যবসিত হয়েছে। ধরেন, আপনি দুই রাকাত সালাত আদায় করছেন। প্রথম রাকাতে কোনো রিয়া আসে নি; কিন্তু দ্বিতীয় রাকাত শুরু করার পর রিয়া এসে আপনার কাঁধে ভর করেছে, আপনি তা দূর করার কোনো চেষ্টাও করছেন না, তাহলে ভালো অংশের সাথে খারাপের যোগসূত্র থাকার কারণে আপনার পুরো সালাতই বাতিল হয়ে যাচ্ছে।^{৬৫}

☞ ৪) ইবাদত সমাপ্ত হওয়ার পর রিয়া এসে ঢোকে। তবে এখানে একটি জিনিস মনে রাখবেন, মুসলিম বান্দা পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে আমল করার পর যদি আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মাঝে তার সুনাম ছড়িয়ে দেন, এরপর আমলকারী ব্যক্তি আল্লাহর মহান এই

^{৬৪} সহিহ মুসলিম : ১২৭

^{৬৫} বিস্তারিত দেখেন—জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ইবনু রজব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৯-৮৪; ফাতহুল মাজিদ : ৪৩৮; ফাতওয়া ইবনু উসাইমিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯

অনুগ্রহের কারণে খুশি হয় এবং সুসংবাদ গ্রহণ করে, তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই।^{৬৬}

মুমিন বান্দা কোনো আমল করার পর মানুষ যদি তার প্রশংসা শুরু করে দেয়—এ ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রতিউত্তরে তিনি বলেন—

এটা তো মুমিনের আগাম সুসংবাদ।^{৬৭}

রিয়্যাত ক্রম আশ্রয়

মান-মর্যাদা, সম্মানের প্রতি আসক্তি এগুলোই হচ্ছে, রিয়্যাত আসার মূল কারণ। ইজ্জত-সম্মান কামানো, মানুষের চোখে বড় হওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছার চোরাপথ বেয়েই আসে রিয়্যাত। ব্যক্তির মাঝে যখন সম্মানের আসক্তি চলে আসে, তাকে মর্যাদা লাভের মাদকতা পেয়ে বসে, তখন তার সব কাজ হয় মানুষকেন্দ্রিক। তার সবকিছুই মানুষের স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তার কথাবার্তা, কাজকর্ম, আচরণ উচ্চারণ সবকিছুতেই মানুষের কাছে গ্রহণীয়তা অর্জনের ছাপ দেখা যায়। মানুষের এই অভিলাষ বড়ো ভয়ানক ব্যাধি! এটাই মানুষকে ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়্যাত ঠেলে দেয়। আপনার ভেতরে যখন ওরকম আসক্তি, উচ্চাভিলাষ জন্ম নেবে, তখন বাধ্য হয়েই আপনাকে লৌকিকতা প্রদর্শন করতে হবে।

রিয়্যাত উদ্ভবের ব্যাপারটা আসলে দুর্বোধ্য। সবাই তা বোঝার সামর্থ রাখে না। আলেম, আল্লাহর পরিচয়লাভকারী প্রিয় বান্দারাই এর কারণ ভালো বুঝতে পারে।

রিয়্যাত তিনটি মূল কারণ

^{৬৬} ফাতওয়া ইবনু উসাইমিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০

^{৬৭} সহিহ মুসলিম : ২৬৪২

রিয়াকেন আসে—এই প্রশ্নের বিশদ জবাব যখন আপনি খুঁজতে যাবেন, তখন তিনটা মূল পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে—

- ১. মানুষের প্রশংসা সুনাম-সুখ্যাতির প্রতি আসক্তি;
- ২. নিন্দা থেকে পলায়নের মানসিকতা;
- ৩. অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ।^{৬৮}

নিচের হাদিসে আমরা উপরের পয়েন্টগুলি খুঁজে পাই : আবু মুসা আশিআরি রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—ইয়া রাসুলুল্লাহ, মানুষ কখনো বীরত্বের জন্য লড়াই করে, কখনো জাত্যাভিमानে লড়াই করে, কখনো লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে। তো, এই তিনটার কোনটা আল্লাহর রাস্তার শামিল হবে? তিনি বললেন—(এসবের কোনোটাই না) যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার লক্ষ্যে লড়াই করে, তার লড়াইটাই কেবল আল্লাহর রাস্তায় পরিগণিত।^{৬৯}

♣ এখানে ‘বীরত্বের জন্য লড়াই করে’ মানে সে চায়—এর মাধ্যমে মানুষ তার প্রশংসা করুক, মানুষ তাকে স্যালুট জানাক, মানুষ তার কৃতজ্ঞতা আদায় করুক।

♣ ‘জাত্যাভিमानে লড়াই করে’ মানে সে কখনো পরাজিত হবে, তার লাঞ্ছনা হবে এটা কখনও সে মেনে নিতে পারে না।

^{৬৮} মুখতাসারু মিনহাজ্জুল কাসেদিন, ইবনু কুদামা : ২২১-২২২

^{৬৯} সহিহ বুখারি : ২৮১০; সহিহ মুসলিম : ১৯০৪

❖ ‘লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে’ মানে এতে সুউচ্চ অবস্থান তথা মান-মর্যাদা অর্জন, মানুষের চোখে বড় হওয়ার প্রতি তার মনের আসক্তি, অনুরাগ থাকে।

কখনো এমন হয় যে, ব্যক্তি প্রশংসা পেতে খুবই তৎপর, কিন্তু নিন্দার বেলায় তার আগ্রহ থাকে না, নিন্দা থেকে সে পালাতে চায় এবং এ জন্য যা কর্তব্য তা করে। যেমন ধরে নিই, অনেকজন বীর সৈন্যের মাঝে একজন কাপুরুষ সৈনিক, সে শত কষ্ট সত্ত্বেও সবার সাথেই থাকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিন্দার ভয়ে সে পালায় না। কখনো মানুষ নিন্দিত হবার ভয়ে না জেনেও, অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফতোয়া দেয়।

যাক, উপরে যে তিনটি পয়েন্টের কথা বললাম, এগুলোই বিশেষত মানুষকে রিয়ার দিকে আকর্ষণ করে, লৌকিকতার প্রতি মানুষজনকে আহ্বান করে। তাই ধ্বংসাত্মক এসব ব্যাধি থেকে বাঁচুন।

যেভাবে ইখলাস হাফিল করা হবে

আমরা এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা জানতে পারলাম, রিয়া সব আমলকে বিনষ্ট করে ফেলে, রিয়া আল্লাহর ক্রোধের কারণ সর্বোপরি রিয়া ধ্বংসাত্মক এক ব্যাধি এবং যা দাজ্জালের ফেতনার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সুতরাং আমাদের যার ভেতরে এই ভয়ানক ব্যাধিটি রয়েছে, এর চিকিৎসার অতীব প্রয়োজন। মুক্তি পেতে হলে ভেতর থেকে ওই বিষবৃক্ষটি উপড়ে ফেলতে হবে। নিচে আমরা কিছু টিপস দিচ্ছি, যা এর চিকিৎসার কাজ দেবে, আমাদের ভেতর জগৎ ইখলাসে সমৃদ্ধ করবে।

- এক. দুনিয়ার জন্য আমল ও রিয়ার প্রকারভেদ জানতে হবে (যেমন পূর্বে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে)। সেই সজ্ঞা এসবের কারণ ও উৎস খুঁজে বের করতে হবে। পাশাপাশি এর মূলোৎপাটন ও প্রতিকার, প্রতিকারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। আমরা পূর্বে এ নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি।

- দুই. আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব জানতে হবে, ভালো করে বুঝতেও হবে। এ জন্য আপনাকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহর নাম, তার সীফাত, জগত পরিচালনায় তার অপরিসীম শক্তি ইত্যাদি ভালো করে জানতে হবে।

বান্দা যখন জানবে আল্লাহ এক, তিনিই কেবল উপকার-ক্ষতির মালিক, তিনি মানুষকে সম্মানিত করেন, তিনিই তাদের লাঞ্চিত করেন, তিনিই মানুষের মর্যাদা বাড়ান এবং কমান, তিনি মানুষকে দান করেন, তিনিই তাদের বঞ্চিত করেন, তার হাতেই জীবন-মৃত্যু, তিনি অন্তরের গহীনে থাকা সবকিছুও জানেন। বান্দা যখন ভালো করে একথা বুঝবে যে, আল্লাহই একমাত্র আরাধনার উপযুক্ত, তখন তার এই বিশ্বাস ও বোধ তাকে ইখলাস হাসিলে সহায়তা করবে। সুতরাং আমাদেরকে তাওহিদ, তাওহিদের যাবতীয় প্রকারভেদ ভালো করে ঠিকভাবে জানতে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে। তবে সেই জানা ও বুঝা হতে হবে নিরাপদ।

- তিন. মৃত্যুর বিভীষিকা, পরকাল, পরকালের পুরস্কার, শাস্তি, কবরের আজাব ইত্যাদি ভালো করে জানতে হবে। এগুলো আপনার ইখলাস হাসিলে অন্যতম সহায়ক হতে পারে। পরকালের এসব বাস্তবতাবোধ নিজের মাঝে জাগ্রত হলে বুদ্ধিমান যে কোন ব্যক্তি রিয়া থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে।

- চার. রিয়া, দুনিয়ার জন্য আমলের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা স্মরণ করতে হবে, ভয় করতে হবে। ভয় মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, এবং সে মুক্তি পায়।

রিয়্যা এসে জালে আপনি কী কবাবেন

আপনি যখন অনুভব করবেন, আপনার মন মানুষের প্রশংসা কুড়াতে লালায়িত হচ্ছে, মানুষের চোখে বড় হওয়ার তৃপ্তা জেগেছে, আপনার ভেতরে রিয়্যা সংক্রমিত হচ্ছে, তখন আপনি এর ভয়ানক ক্ষতিগুলো চোখের সামনে তুলে আনবেন, ভাববেন আল্লাহর ক্রোধের কথা, দেখবেন, তা আপনাকে কাজ দিচ্ছে, রিয়্যা সংক্রমণ রোধে সাহায্য করছে। আর এটা করার জন্যই করতে হবে এমন নয়; বরং তা আবশ্যিক আপনার, আমার, সবার জন্য।

যখন মানুষের বাহবা ও স্বীকৃতি পেতে চায় আপনার মন, তখন আপনি মানুষের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা ভাবেন।

ব্যক্তি যখন মানুষের অসহায়ত্ব, দুর্বলতার কথা ভাবে, তখন রিয়ার ব্যাধি থেকে সে অনেকটাই নিস্তার পাবে। এই জন্যই হয়তোবা কোনো সালাফের থেকে এ ধরনের উক্তি আছে, ‘তুমি নিজে নিজেই রিয়্যা দূর করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো, আশাপাশের মানুষদের মনে করো তারা শিশু বা তারা অবলা প্রাণী, যাদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে তোমার কিছু যায় আসে না, তোমার কাজের ব্যাপারে যাদের জানা বা না জানার আলাদা কোনো প্রভাব নেই। তুমি আল্লাহর জানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।’^{৭০}

রিয়ার ভয়ঙ্কর প্রভাব সম্পর্কে ভাবেন। রিয়ার কারণে বান্দার আমল নষ্ট হয়ে যায় এ কথা চিন্তা করেন। পরকালে রিয়ার ক্ষতির কথা মনে করেন। মুহাম্মাদ ইবনু লাবিদ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—আমি তোমাদের ব্যাপারে ‘শিরকে আসগারে’র (ছোট শিরক) বেশি ভয় করি। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ‘শিরকে আসগার কী? তিনি বললেন, তা হচ্ছে রিয়্যা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন সবাইকে প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়্যাকারীদের বলবেন,

^{৭০} আল-ইখলাস ওয়াস শিরকুল আসগার : ১৫

দুনিয়াতে তোমরা যাদের দেখানোর জন্য আমল করতে, আজ তোমরা তাদের কাছে গিয়ে দেখো কোনো প্রতিদান পাও কি না?^{৭১}

তারা যখন ভয় করছেন আমরা কী? আমাদের মর্যাদার পরিধি কতটুকু? সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়িনে ইজাম, সালাফে সালাহিন পর্যন্ত রিয়ার এই প্রাদুর্ভাবকে খুব ভয় করে চলতেন। তাদের মতো মহৎ মানুষদেরও আশঙ্কা হতো। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত প্রচুর। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো—

ক. কুরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم
يرجعون.

এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে
এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-
কম্পিত হৃদয়ে।^{৭২}

এই আয়াতে বর্ণিত ভয়কারী সম্পর্কে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাজিয়াল্লাহু
আনহা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন—

ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে (ভয়কারী) কি ওই ব্যক্তি, যে জিনা করে, চুরি
করে, মদ পান করে?

তিনি বললেন—

^{৭১} মুসনাদে আহমদ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪২৮; মান : আলবানি সহিহ বলেছেন; দেখেন—সহিহুল জামে,

খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫

^{৭২} সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৬০

শোনো আবু বকরের কন্যা, (অথবা বলেছেন, সিদ্দিকের কন্যা) তা না। ব্যক্তি রোজা রাখে, সদকা করে, সালাত আদায় করে এর সাথে কবুল না হওয়ারও আশঙ্কা করে।^{৭৩}

৭. ইবনু আবু মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

তিরিশজন সাহাবির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নেফাকের (কপটতা) ভয় করেতন, কেউই এ কথা বলতেন না, তার ঈমান জিবরাইল মিকাইলের ঈমানের সমমর্যাদার হয়ে গেছে।^{৭৪}

৫. ইবরাহিম আত-তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

আমি যখনই আমার কথাকে আমার আমলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে যাই, তখন আমার মিথ্যাবাদী হয়ে যাবার ভয় হয়।^{৭৫}

৬. হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—

মুমিন ব্যক্তি নেফাকের ভয় করে থাকে, এ থেকে আশংকা মুক্ত থাকে কেবল মুনাফিকই।^{৭৬}

৭. উমর রাজিয়াল্লাহু হুজাইফা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—

^{৭৩} সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৯৮; জামি তিরমিযি : ৩১৭৫; মান : আলবানি সহিহ বলেছেন, দেখেন—

সিলসিলাতুল আহাদিসিল মাওয়ুআ : ১৬২; সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৯

^{৭৪} ইমাম বুখারি সহিহ বুখারি কিতাবের 'তা'লিকান' (মূল কিতাবের বাইরে; যা প্রাসঙ্গিক) এনেছেন।

^{৭৫} এটাকে ইমাম বুখারি তা'লিকান-এ এনেছেন।

^{৭৬} এটি ইমাম বুখারি তা'লিকান-এ এনেছেন।

আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আমার নাম তাদের (মুনাফিকদের) তালিকাভুক্ত করেছেন? তিনি বললেন, না। আপনার (ঈমানের) চেয়ে আর কাউকে (অন্য কারও ঈমান) তো বেশি নির্মল ভাবা যায় না।^{৭৭}

৬. আবুদারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন—

হে আল্লাহ, আমি ‘খুশু-সংশ্লিষ্ট নেফাক’ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—

‘খুশু-সংশ্লিষ্ট নেফাক’ আবার কী?

তিনি বলেন—

বাহ্যিক অবস্থায় মনে হবে তার খুশু আছে, কিন্তু অন্তর খুশুশূন্য।^{৭৮}

৭. আবুদারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—

আমি যদি আমার এক ওয়াক্তের সালাত কবুল হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি, তাহলে তা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকেও অধিক প্রিয়।^{৭৯}

^{৭৭} ইবনে কাসিরও এরকমই এনেছেন। দেখুন—আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯;

সিফাতুল মুনাফিকিন, ইবনুল কায়্যিম : ৩৬

^{৭৮} সিফাতুল মুনাফিকিন : ৩৬

^{৭৯} ইবনু আবি হাতেমের বরাত দিয়ে ইবনে কাসির তার তাফসিরে উল্লেখ করেছেন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা :

৪১; সূরা মায়িদা, আয়াত : ২৭

কুরআনে কারিমে এসেছে—

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

আল্লাহ তো একমাত্র মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন।^{৮০}

ডা. আব্দুর রহমান ইবনি আবি লাইলা বলেন—

আমি ১২০ জন আনসারি সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের কাউকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করতেন তার ভাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট।^{৮১}

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে লৌকিকতার কোনো ধারণাই ছিল না, নিজেকে প্রকাশের কোনো অভিলাষ তাদের ছিল না। এমনকি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে বাদ দিয়ে অন্যকেই তারা ভালো মনে করতেন।

ইখলাস হাসিল কবুল হলে...

ইখলাস অর্জন করতে হলে আপনাকে যা করতে হবে—

- (১) আল্লাহর নিন্দা থেকে পলায়ন করতে হবে; মানুষের নিন্দা থেকে নয়। কারণ, মানুষের নিন্দা থেকে পলায়নের মানসিকতা রিয়ার অন্যতম কারণ। লোকচক্ষুর নিন্দা থেকে আপনি পালাবেন কেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তি বান্দার নয়; আল্লাহর নিন্দা থেকে পালায় এবং এই পালানোটাই উত্তম। যেহেতু আল্লাহর নিন্দিত বিষয়ই প্রকৃত অপরাধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যেই ব্যাপারটার প্রশংসা করব সেটা অবশ্যই ভালো ও সুন্দর হয়ে

^{৮০} সূরা মায়েদা, আয়াত : ২৭

^{৮১} সুনানুদ দারিমি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩; আজ-জুহদ, ইবনুল মুবারক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০-৪১

থাকবে, আমি যেই জিনিসকে নিন্দা করব, সেটা অবশ্যই অসুন্দর ও দোষের হয়ে থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—না; এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসা ও নিন্দা ধর্তব্য।^{৮২}

অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসিত বিষয়ই মূলত উত্তম ও সৌন্দর্যের বিষয়, তার নিন্দিত বিষয়টাই প্রকৃত দোষ; মানুষের নয়।

মানুষ সমাজের নিন্দা থেকে পলায়ন করতে গিয়ে অনেক সময় অন্যায়কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যাতে আল্লাহ রাগান্বিত হন।

বান্দা যখন মানুষের ভয়ে, লোকচক্ষু থেকে বাঁচার জন্য (অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে) আল্লাহকে রাগান্বিত করে এবং তাদের খুশি করে, তখন লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। আল্লাহ রাগ করেন এবং অন্যান্য মানুষদেরও তার ওপর ক্ষেপিয়ে দেন। এবার চিন্তা করে দেখেন—আপনি মানুষের ভয়ে আল্লাহকে রাগান্বিত করবেন কি না? সত্যিকারের মুমিন যে তার উচিত—আল্লাহকেই বেশি ভয় করা। আল্লাহর ক্রোধকে বেশি ডরানো; মানুষের ভয়কে নয়।

- (২) রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শয়তানের বিষাক্ত হাত; শয়তানই রিয়াসহ যাবতীয় অন্যায়, অনৈতিক কাজের ইন্ধন যোগায়। রিয়া থেকে বাঁচতে হলে তাই শয়তানকে দূর করতে হবে। শয়তান যেসব সৎকাজে লেজ গুটিয়ে পালায় এসব কাজ জানা, মানা, আমল করা এবং ওইসব নেক আমলে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। আজান, কুরআন তিলাওয়াত, সিজদায়ে তেলাওয়াত, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয়

^{৮২} মুসনাদে আহমাদ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৮; এবং খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৪; জামি তিরমিযি, খন্ড : ৩২, পৃষ্ঠা : ৬৩; হাদিসের মান : হাদিসটির সনদ হাসান।

প্রার্থনা, ঘর থেকে আল্লাহর নাম নিয়ে বের হওয়া, মসজিদে আল্লাহর নামে প্রবেশ করা সর্বোপরি সকাল-সন্ধ্যার আমল, সালাতের পরের আমল, অন্যান্য সময়ের যাবতীয় দুআ-জিকির ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান দূর হয়। তাই এসব আমল বেশি বেশি করতে হবে।^{৮৩}

- (৩) গোপনে গোপনে বেশি বেশি নফল ইবাদত ও কল্যাণমূলক কাজ করা। তাহাজ্জুদ, অন্যান্য নফল সালাত, গোপন সদকা, নীরব কান্না, মুসলিম ভাইদের জন্য কল্যাণের দুআ ইত্যাদি। আল্লাহ নিজের আমল গোপনকারী মুত্তাকি বান্দাকে বেশি ভালোবাসেন। সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

আল্লাহ তাআলা (নিজের আমল, সংকাজ) গোপনকারী, (মানুষ থেকে) অমুখাপেক্ষী, মুত্তাকি বান্দাকে অধিক ভালোবাসেন।^{৮৪}

- (৪) মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাকেই আপনি কেয়ার করবেন না। মানুষে প্রশংসা আপনার তেমন কোনো উপকার করতে পারে না এবং তার নিন্দাও আপনার কোনো বিশেষ ক্ষতির ক্ষমতা রাখে না। আপনি কেবল আল্লাহর নিন্দাকে ভয় করেন এবং একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে খুশি হন—

^{৮৩} বিস্তারিত জানতে দেখুন—

كتاب مقام الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي ، الإخلاص لحسين العوايشه ص ৫৭

^{৮৪} সহিহ মুসলিম : ২৯৬৫

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

বলেন—এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার দয়ায়; সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা পুঞ্জীভূত করে—তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়।^{৮৫}

আপনি প্রশংসা, স্তুতিবাদ এড়িয়ে চলেন। আপনার জন্য ইখলাসের পথ সুগম হবে।^{৮৬}

আপনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রশংসা আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না, আপনার জীবনকে সুশোভিতও করতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিন্দা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং আপনার জীবনকে কলুষিত করারও সামর্থ্য রাখে না। সুতরাং যার প্রশংসা আপনার কোনো উপকার পৌঁছাতে পারবে না, তার প্রশংসাকে ‘না’ বলেন। যার নিন্দা আপনার কোনো ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না আপনি তার নিন্দাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। আপনার আকর্ষণ থাকবে তার প্রশংসার প্রতি, যার প্রশংসা আপনাকে সুশোভিত করতে পারে, যার নিন্দা আপনার জীবন কলুষিত করবে আপনি তার নিন্দা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। এর জন্য আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে, আপনাকে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তা না হলে আপনার দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে এমন, যে, আপনি নৌকা ছাড়াই সাগর পথে সফর করতে বেরোলেন।^{৮৭}

^{৮৫} সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৮

^{৮৬} আল ফাওয়ায়েদ, ইবনুল কায়্যিম : ৬৭

^{৮৭} আল ফাওয়ায়েদ, ইবনুল কায়্যিম ২৬৮

নির্দিষ্ট হলে আপত্তি কী কল্পিত

কেউ যদি আপনার নিন্দা করে তাহলে ভেবে দেখেন—তার কথা সত্য কিনা? পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে দেখেন—সে আপনার কল্যাণকামী কিনা? সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয় এবং সে তার নিন্দায় আপনার কল্যাণকামী হয়, তাহলে আপনি তার নিন্দা থেকে শিক্ষা নেন। নির্দেশনা, উপদেশ মেনে চলেন। সে তো আপনার কল্যাণই চায়, সুতরাং তা সাদরে গ্রহণ করে ফেলেন।

আর যদি সে তার কথায় মিথ্যাবাদী হয় তাহলে মূলত সে নিজেই নিজের ক্ষতি করল এবং ফাঁকে আপনার কিছুটা উপকারও হয়ে গেল। আপনি হয়তো আপনার দোষটা বুঝতে পারেননি বা বুঝতে পারলেও তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এখন সে সেই দোষগুলোর কথাই তো বলছে। তাহলে সমস্যা কীসের? আপনি এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের ত্রুটিগুলো ঝেড়ে ফেলেন, তাহলেই আপনি সফল।

আর যদি এমন হয়, যে, বাস্তবে আপনার কোনো দোষই নেই, এটা আপনার ওপর নির্জলা মিথ্যা অপবাদ তবুও আপনি এটাকে ভালোভাবে নেন। আপনি হয়তো বর্ণিত দোষ করেন নি, কিন্তু অন্য আরও দশটা দোষ আছে যা আপনি করেছেন, কিন্তু সে বলে নি। এই অপবাদকারী আপনার দোষ সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর যে অনুগ্রহ করেছিলেন, আপনি তখন সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন।

এই যে মিথ্যা অপবাদে আপনি ফেঁসে গেলেন, এখানেও আপনি কিছু ঠকেন নি। আপনি সাওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে ধৈর্য ধরতে পারলে তা আপনার গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। তাহলে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

আর জেনে রাখবেন—অপবাদকারী সে নিজের জন্যই ক্ষতি ডেকে এনেছে, আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে সে। আপনি তার এই দুর্বলতা এড়িয়ে চলেন, তার সাথে আপনি তার চেয়ে ভালো আচরণ করেন, নিজে তাকে

ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
কুরআনে কারিমের বর্ণনা—

أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন?
এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।^{৮৮}

ইখলাস অর্জনের সহজে উপায়

(১) চোখভরা স্বপ্ন, বুকভরা আশা সব ঝেড়ে ফেলেন। মৃত্যুকে বেশি বেশি
স্মরণ করেন। কুরআনে কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة
الدنيا إلا متاع الغرور.

জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন
তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে।
যাকে আগুন হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ
করানো হবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময়
ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।^{৮৯}

আরও ঘোষিত হয়েছে—

^{৮৮} সূরা নূর, আয়াত : ২২

^{৮৯} সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫

و ما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.

কেউ জানে না—আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ
জানে না, কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চই আল্লাহ সর্বজ্ঞ,
সববিষয়ে অবহিত।^{৯০}

(২) জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণকে ভয় করেন। জীবনসায়াহে, জীবনের শেষ
মহুর্তে আপনার শেষ আমলটা রিয়া-সংক্রমিত হয়ে যায় কি না—তার ভয়
করেন। তাহলে আপনি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, যেই অবস্থায় মানুষ
মৃত্যুবরণ করে, সে সেই অবস্থাতেই কিয়ামতের দিন উঠবে। তার
নিয়তানুযায়ী তার সাথে আচরণ করা হবে। শেষ আমল যেন ভালো হয়—
এর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, মানুষের শেষ আমলই সর্বোত্তম আমল।

(৩) যাদের ইখলাস রয়েছে তাদের সাথে বসেন; মুত্তাকিদের সাথে সময়
কাটান। তারা আপনাকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবে না। তাদের কাছে
সঠিক পথের দিশা পাবেন। আপনি যদি রিয়াকারীদের সাথে উঠাবসা
করেন, তাদের আদর্শ গ্রহণ করেন, তারা আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে
ছাড়বে।

(৪) বেশি বেশি দুআ করেন। আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নেন। এটি রাসুলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি বলেন—

হে লোকসকল, তোমরা ছোট পিপিলিকার চেয়েও সূক্ষ্ম এই শিরক
থেকে বেঁচে থাকো।

সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন—

ইয়া রাসুলুল্লাহ, পিপিলিকা থেকেও যা সূক্ষ্ম তা থেকে
কীভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি?

তিনি বললেন, তোমরা বলো—

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرَكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا
نَعْلَمُهُ.

হে আল্লাহ, আমরা আমাদের জানা বিষয়ে শিরক করা থেকে
আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা বিষয়ে
আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।^{৯১}

(৫) আল্লাহ তাআলা আপনার মতো বান্দাকে যে স্মরণ করছেন, একে
আপনার নিজের কাছে অত্যন্ত প্রিয় করে তোলেন। মানুষের প্রশংসার ওপর
একে প্রধান্য দেন। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা—

فاذكروني أذكركم.

সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদের
স্মরণ করব।^{৯২}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা
বলেন—

আমি আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণার কাছাকাছি থাকি।
সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি।
সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে
মনে মনে স্মরণ করি, সে যদি আমার কথা উত্তম মজলিসে

^{৯১} মুসনাদে আহমদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪০৩; মান : হাদিসটির সনদ জায়েদ, দেখেন—আলবানি রচিত

‘সহিহুল জামে, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৩৩; সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯

^{৯২} সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

আলোচনা করে, তাহলে আমি তার কথা এর চেয়েও উত্তম মজলিশে (ফেরেশতাদের মজলিস) আলোচনা করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে তার দিকে আমি দুই হাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।^{৯৩}

আপনি আল্লাহর এই স্মরণকে বান্দার তুচ্ছ প্রশংসার ওপর প্রধান্য দেন। তা আপনাকে লৌকিকতা থেকে রক্ষার সহায়ক হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তার নিকটবর্তী হওয়ার তাওফিক দান করেন।^{৯৪}

(৬) মানুষের সম্পদে লালায়িত হবেন না। যেই অন্তরে সম্পদের লালসা রয়েছে, যেই মন প্রশংসা ও মূল্যায়ন পেতে আগ্রহী সেই মনে ইখলাস থাকতে পারে না। অন্যথায় আগুন-পানির সহাবস্থান, সাপ ও মাছের চমৎকার মিলেমিশে থাকা আবশ্যিক হয়ে পড়বে।

আপনি যদি ইখলাসের গুণে গুণান্বিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাহলে প্রথমে আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে তা হলো, নিরাশার ছুরি দিয়ে সম্পদের লালসাকে হত্যা করা। দুনিয়ার সম্পদ এমন কোনো বিষয় নয়, যাতে লোভ রাখা যায়। আপনি সম্পদের প্রতি এই নির্মোহ ভাব মনে বসাতে পারলে এটা লালসা জ্বাইয়ের কাজে আপনাকে সহায়তা করবে। দুনিয়ার সম্পদে কীসের আশা? কীসের ভরসা? আপনার জন্য তো মহান আল্লাহর নিকট

^{৯৩} সহিহ বুখারি : ৭৪০৫; সহিহ মুসলিম : ২৬৭৫

^{৯৪} দেখেন—

منهاج القاصدين ص ২২১-২২৩ ، الإخلاص للعوايشه ৬১-৬৪ الإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف ص ১৩ ، الرياء ذمه وأثره السيئ في الأمة لسليم الهلالي ص ১৭

বিশাল ধনভান্ডার রয়েছে, যার মালিক কেবল তিনিই, যাতে তিনি ছাড়া অন্য কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।^{৯৫}

ইখলাসের ষিষ্ট ফল

ইখলাসের প্রতিদান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলে, এগুলো নিয়ে ভাবলে, দুনিয়া-আখেরাতে ইখলাসের শুভ পরিণামের কল্পনা করলে তা আপনাকে ইখলাস অর্জনে সহায়তা করবে। এবার নিচের পয়েন্টগুলোতে ইখলাসের উপকারের একটা ঝলক দেখে নিই আমরা; ইখলাসের মাধ্যমে—

- ✓ আল্লাহর সাহায্য লাভ করে মানুষ।
- ✓ পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- ✓ দুনিয়া আখেরাতে মানুষের বিশেষ মর্যাদা অর্জন হয়।
- ✓ দুনিয়ার গোমরাহি থেকে রক্ষা মিলে।
- ✓ আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে পারে বান্দা।
- ✓ বান্দা ফেরেশতাদের ভালোবাসা পায়।
- ✓ সুনাম-সুখ্যাতিও ছড়ায়।
- ✓ দুনিয়া-আখেরাতের বিপদাপদ দূর হয়।
- ✓ মনে প্রশান্তি জাগে, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়, আল্লাহর তাওফিকে নিজেকে ধন্য মনে হয়।
- ✓ বিপদাপদ- মুসিবত, কষ্ট সহ্য করা যায়।
- ✓ অন্তরের ঈমান সুশোভিত হয়।

^{৯৫} আল-ফাওয়াদ, ইবনুল কায়্যিম : ২৬৭-২৬৮

- ✓ দুআ কবুল হয়।
- ✓ কবরে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করা যায়।
- ✓ সর্বোপরি ইখলাস আছে, এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইখলাস অর্জনের তাওফিক দান করেন।
আমিন।

শেষ কথা

আপনি যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চান, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চান, পরকালের মুক্তি কামনা করেন, আপনার অবশ্য কর্তব্য হবে, রিয়ার পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা, নির্মল ইখলাসের মাধ্যমে নিজেকে, নিজের আমলকে সুশোভিত করে তোলা।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে মিনতি, তিনি যেন আমাকে, আমার মতো অন্য সব দায়িকে, গোটা উম্মতে মুসলিমাকে রিয়া থেকে মুক্ত রাখেন। লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।



লেখক-পরিচিতি

ড. সাইদ ইবনু আলি আল-কাহতানি। আরব বিশ্বের নন্দিত আলেমে দ্বীন। ইসলামি ব্যক্তিত্ব। দায়ি। জনপ্রিয়, সব্যসাচী লেখক। বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

বিংশ শতাব্দীতে আরব বিশ্বে যেসব দায়ি রচনা ও লেখালেখির ময়দানে আলোড়ন তুলেছিলেন তাদের অন্যতম ড. সাইদ ইবনু আলি আল-কাহতানি রাহিমাহুল্লাহ। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত জিকির-আজকারের কিতাব ‘হিসনুল মুসলিমিন’ তার অনন্য কীর্তি।

ক্ষণজন্মা এই মনীষী ১৯৫১ ইসায়ি মোতাবেক ১৩৭২ হিজরিতে সৌদি আরবের মক্কার পার্শ্ববর্তী কাহতানের আরিন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ড. সাইদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ আল-কাহতানি ১৪০৪ হিজরিতে জামিয়া ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ থেকে ‘কুল্লিয়াতু উসুলিদ দ্বীন’ বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। ১৪১২ হিজরিতে তিনি ‘আল হিকমাহ ফিদদাওয়াতি ইলাল্লাহ’ বিভাগে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন এবং ১৪১৯ হিজরিতে ‘ফিকহুদ দাওয়াহ ফি সহিহিল ইমামিল বুখারি’ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তার লিখনীতে ছিল অন্যরকম বিভা। তার কলম মানুষকে আলোর পথ দেখায়। দ্বীনের দাওয়াতের কাজে দু’হাত ভরে তিনি প্রচুর লিখেছেন। তার রচিত বইয়ের সংখ্যা আশির কোঠায়। তার প্রসিদ্ধ কিছু রচনা—

- ☞ মিন আহকামি সুরাতিল মায়িদাহ
- ☞ মুরশিদুল মু'তামির ওয়াল হাজ্জি ওয়াজ্জইরি ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ
- ☞ আল-উমরাতু ওয়াল হাজ্জু ওয়াজ্জ জিয়ারাতু ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি ফিল ইসলাম ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ রামযুল জামরাত ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ওয়া আসারিস সাহাবা
- ☞ আর রিবা আদ্বরারুহু ওয়া আসারুহু ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ জাকাতুল ফিতরি ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ আস সিয়ামু ফিল ইসলাম ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ শারহু আসমাইল্লাহিল হুসনা ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ তুহুরুল মুসলিম ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ফাদ্বলুহু ওয়া মারাতিবুহু ওয়া আসবাবুন নাসরি আলাল আ'দ্বা
- ☞ নুরুল সুন্নাহ ওয়া জুলুমাতুল বিদআহ
- ☞ নুরুল ইমান ওয়া জুলুমাতুন নিফাক ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ
- ☞ হিসনুল মুসলিম
- ☞ শারহু হিসনিল মুসলিম
- ☞ নুরুল ইখলাস ও যুলুমাতু ইরাদাতিদ দুইয়া বি আমালিল আখিরাহ ফি দ্বওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ

তার মধ্যে ‘হিসনুল মুসলিমিন’ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাঠকের চাহিদা মেটাতে কয়েক মিলিয়ন কপি ছাপতে হয়। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে জিকির-দুআ সম্বলিত এ বইটি বেশ প্রচার লাভ করে।

এই মহামনীষী ১ অক্টোবর ২০১৮ ইসায়ি মোতাবেক ২১ মুহররম ১৪৪০ হিজরিতে ফজরের সময় মৃত্যুবরণ করেন। বাররাদাঈল্লাহু মাদজাআহু।

মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৬৮ বছর।

ক্ষুদ্র এই জীবনে আমরা কতটুকু ইবাদত করতে পারি? আমাদের আমলের পরিধিই-বা কতটুকু? আমরা কি সাহায্যে কেলাম, তাবেয়িনে ইজাম, সালাফে সালাহিনের মতো প্রচুর আমল করি? করতে পারি?

টুকরো টুকরো ইবাদাত, একটু-আধটু আমলই আমাদের সম্বল; মুক্তির সম্ভাব্য পাথের; নাজাতের উসিলা; কিন্তু সামান্য এই সম্বলটুকুই যদি বিনষ্ট হয়ে যায় অকারণে, অজ্ঞাতে, অবহেলায়, তখন কী উপায়ে মুক্তি মিলবে শাস্তি থেকে? কীসের ওপর ভর করে মুক্তিলাভের আশা করব আল্লাহর কাছে?

দাজ্জালের ফেতনার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর, ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে অসহায় ছাগলের বিপদের চেয়ে বিপজ্জনক যে জিনিস, তা হলো রিয়া—লৌকিকতা। আর রিয়ার বিপরীতে শাস্তি থেকে বাঁচার একটিই পথ—ইখলাস।

ইখলাস কী, এর গুরুত্ব কতটুকু, সকল ভালো ও সং কাজে এর প্রয়োজনীয়তা কী, দুনিয়া ও আখেরাতে ইখলাসের প্রতিফলই-বা কী? রিয়া, এর প্রকার এবং এর ভয়ানক ক্ষতিগুলো কী কী—এমন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরের চমৎকার আলোচনা নিয়ে রচিত হয়েছে—ইখলাস—ইবাদাত নির্মল রাখুন।

তাজকিয়া
পা ব লি কেশ ন